বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>299 >>28 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৯৯ >><< ২৮ শে, শ্রাবণ ১৪৩০>>

১৮ মাস পর ইয়েমেনে অপহৃত জাতিসংঘ কর্মীর মুক্তি

ইয়েমেনঃ ইয়েমেনে আল কায়েদার একটি শাখা কর্তৃক অপহৃত ও ১৮ মাস ধরে আটক পাঁচ কর্মীর নিরাপদ মুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। গুতেরেসের মুখপাত্র ফারহান হক সংবাদদাতাদের বলেন, মহাসচিব গভীরভাবে স্বস্তি বোধ করছেন যে তাদের কষ্ট এবং তাদের পরিবার ও বন্ধুদের উদ্বেগের সমাপ্তি ঘটেছে। তিনি আরও বলেন অপরাধীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিৎ। অপহৃতদের পাঁচজনই নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা বিভাগে কাজ করতেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবিয়ানের দক্ষিণাঞ্চলীয় গভর্নরেটের একটি ফিল্ড মিশন থেকে এডেনে ফেরার সময় তাদের অপহরণ করা হয়। জাতিসংঘ তাদের মুক্তির জন্য আলোচনার বিষয়ে মন্তব্য না করলেও সহায়তার জন্য ওমান সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। মুক্তিপণ না দেওয়ার নীতিও রয়েছে জাতিসংঘের। বাংলাদেশী নাগরিক একেএম সুফিউল আনাম বুধবার ঢাকায় পৌঁছেছেন। সেখানে তিনি সংবাদদাতাদের বলেন, জীবিত বাড়ি ফিরতে পারবেন এটা কখনো ভাবেননি তিনি।

বাজার দর
SENSEX : 65322.65 -365.53
NIFTY : 19428.30 -114.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.22 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.24 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

নিজারের সমালোচনা করায় রেডিও স্টেশন বন্ধ করে দিল বুরকিনা ফাসো

নিজার ঃ নিজারের নতুন সামরিক নেতাদের অপমানজনক বলে মনে করা একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করার পর, বুরকিনা ফাসোর জান্তা নেতৃত্বাধীন সরকার দেশটির অন্যতম জনপ্রিয় একটি রেডিও স্টেশন বন্ধ করে দিয়েছে। বুরকিনা ফাসোর যোগাযোগ মন্ত্রী রিমতালবা জিন ইমানুয়েল ওয়েড্রোগো এক বিবৃতিতে বলেছেন, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, বৃহস্পতিবার থেকে রেডিও ওমেগার সম্প্রচার বন্ধ থাকবে। এই সিদ্ধান্ত জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সাংবাদিক এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলফা ব্যারির মালিকানাধীন ওমেগা মিডিয়া গ্রুপের অংশ, রেডিও ওমেগা স্টেশনটি বৃহস্পতিবার বেলা শেষে বিবৃতিটি জারি করার পর তাদের সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়। চ্যানেলটি সম্প্রতি নিজারের সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি গ্রুপের মুখপাত্র উসমানে আবদউল মাউমুনির একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করে। উসমানে, নিজারের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজুমকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচারণা চালাচ্ছেন। গত ২৬শে জুলাই এক অভ্যুত্থানে দেশটির নির্বাচিত নেতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রেসিডেন্ট গার্ডের সদস্যরা। রেডিও ওমেগা শুক্রবার বলেছে, তারা স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে

লড়াই করার জন্য সম্ভাব্য প্রতিটি উপায় খতিয়ে দেখবে। তারা বলেছে, এই সিদ্ধান্তটি বর্তমান আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর একটি অগ্রহণযোগ্য আক্রমণ। দেশের নেতৃস্থানীয় সাংবাদিক সমিতি, ওপিএম বলেছে, তারা স্টেশনটির সম্প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করছে এবং অবিলম্বে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছে। বুরকিনাবে কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ফরাসি টিভি আউটলেট এলসিআই এবং ফ্রান্স টুয়েন্টি ফোর'এর পাশাপাশি রেডিও ফ্রান্স ইন্টারন্যাশনাল বন্ধ করে দিয়েছে এবং ফরাসি সংবাদপত্র লিবারেশন এবং লে মন্ডের সংবাদদাতাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে।

গান্ধীর দেশে আন্দোলন ও তার মোকাবিলা সহিংস পথেই

নয়া দিল্লি ঃ গান্ধীজির দেশে অধিকাংশ আন্দোলনই তো সহিংস। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। স্বাধীনতার পর থেকেই। মাত্র এক পয়সা ভাড়া বাড়ানো হয়েছে বলে কলকাতায় অনেকগুলি ট্রাম পুড়েছিল। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে সেই ভাড়া বাড়ানোর বিরুদ্ধে বামপন্থিদের রীতিমতো সহিংস আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল কলকাতা। প্রচুর মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সেনা নেমেছিল। গুলিতে একজনের প্রাণ গেছিল। জ্যোতি বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৩১ জুলাই সেই এক পয়সা ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

এর ছয় বছর পরে শুরু হয় খাদ্য আন্দোলন। সেটাও বামপন্থিদের আন্দোলন। ক্রমশ আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। জেলায় জেলায় ছড়ায়। ৩১ অগাস্ট সবচেয়ে বড় আন্দোলন হলো কলকাতায়। অসংখ্য মানুষ এলেন। পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ হলো। গ্যাস চললো। গুলি চললো। ৮০ জন মারা গেছিলেন। আবার ৬৬ সালে বড় সহিংস আন্দোলন হলো। ১১ ফেব্রুয়ারি বাম নেতৃত্ব খাদ্য, রেশন ব্যবস্থা ও কালোবাজারি নিয়ে সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দিলেন। এরপর বসিরহাট, স্বরূপনগর, বারাসতে পুলিশ ও বামপন্থিদের সংঘর্ষ হলো। আবার মানুষ প্রাণ হারালেন। বাস পুড়লো। কিছুদিন পর ১০ মার্চ বামপন্থিদের ডাকা হরতালে আবার তাণ্ডব হলো। পুলিসের ভ্যান পুড়লো, গুলি চললো, বোমাবৃষ্টি হলো। আবার আন্দোলনে মৃত্যু দেখলো কলকাতা। সাধারণ মানুষের জন্য আন্দোলনে নেমে কেন যে ট্রাম বাসের মতো সাধারণ মানুষের যান পোড়ানো হয় কে জানে। এর পিছনে কোনো যুক্তি নেই। আছে নিছক জঙ্গিপনা। তারপর এলো সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলন। সেটাও তো আন্দোলন। তীব্র ও চরম সহিংস আন্দোলন। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় স্লোগান লেখা থাকত, 'বন্দুকের নল সব ক্ষমতার উৎস'। মূর্তি ভাঙা হতে লাগলো। বিদ্যাসাগরের মূর্তিও বাদ গেল না। শুরু হলো অস্ত্র হাতে তরুণ ও যুবকদের আস্ফালন। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা হবে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় সে কী ভয়ের ছবি। গুলি, রক্ত, মৃত্যুর ছবি। আমি যে স্কুলে পড়তাম সেখানে বোমা পড়লো। স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। কতদিনের জন্য তা আর এখন মনে নেই। তার পাল্টা শুরু হলো পুলিশি তাণ্ডব। শুধু রক্তের আর মৃত্যুর ছবি দেখে ভীত ও ক্লান্ত পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার মানুষ। কলকাতা থেকে একটা অসম্ভব বুদ্ধিমান প্রজন্ম হয় এই আন্দোলনে গিয়ে শেষ হয়ে গেল বা চলে গেল বাইরে। ভারতের অন্য রাজ্যে বা বিদেশে। পশ্চিমবঙ্গে মধ্যমেধার রাজত্ব আরো জোরদার হলো তারপর থেকে। যত দিন গিয়েছে, আন্দোলনের নামে জঙ্গিপনা কমেনি। যে বামপন্থিরা এরকম আন্দোলন করার পর ক্ষমতায় এলেন, তারাই ক্ষমতা থাকার মাত্র দুই বছরের মধ্যে পুলিশকে দিয়ে মরিচঝাঁপিতে জোর করে শরণার্থীদের সরাবার চেষ্টা করলেন। সরকারিভাবে বলা হয়, গুলিতে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি মতে সংখ্যাটা ৫০-এর বেশি। কারো দাবি তা একশ ছুঁয়েছিল। বাম আমলেও পুলিশ একইরকমভাবে আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করে গেছে। কংগ্রেস, তৃণমূল, এসইউসি ও অন্যদের আঃেদালন পুলিশ সেই লাঠি, গ্যাস, গুলি দিয়েই ভাঙার চেষ্টা করেছে। তার অন্যতম বড় উদাহরণ হলো ২১ জুলাইয়ের ঘটনা। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই, সেই সময়ের যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের দাবিতে মহাকরণ অভিযানের ডাক দেন। কয়েক হাজার যুব কংগ্রেস কর্মী রাস্তায় নামেন। পুলিশ সেদিনও গুলি চালিয়ে ১৩ জনকে মেরেছিল। তার স্মরণে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবছর ২১ জুলাই শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান করে।

আবার এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তার দলের নেতারা বিধানসভায় ব্যাপক ভাঙচুর করেছিলেন বলে অভিযোগ। কারণ, তাদের সিঙ্গুর যেতে দেয়া হয়নি। এই সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন নিয়েও তো কত কাণ্ড হয়েছে। সহিংসতার অভিযোগ, এলাকা দখল, পুলিশ দিয়ে অপারেশন সানশাইন সবকিছুই তো দেখেছি আমরা। আবার এখন তৃণমূল রাজত্বে চেখছি, বিরোধীরা কোনো আন্দোলন, মহাকরণ ঘেরাওয়ের ডাক দিলেই পুলিশ আগের মতোই লাঠি, গ্যাস চালায়।

ইরানের যে কোনো ছাড় পাওয়া তহবিল বিধিনিষেধের আওতায় থাকবে ঃ হোয়াইট হাউজ

তেহরান ঃ তেহরানে গৃহবন্দী থাকা, আমেরিকার পাঁচ নাগরিকের মুক্তির বদলে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের একটি চুক্তি হতে যাচ্ছে। হোয়াইট হাউজ শুক্রবার জোর দিয়ে বলেছে, এই চুক্তির আওতায়, জব্দ করা ইরানের কোনো তহবিল মুক্ত করা হলে, এই তহবিল দেশটি যে কাজেই ব্যবহার করুক না কেনো, তা যুক্তরাষ্ট্রের বিধিনিষেধের আওতায় থাকবে। হোয়াইট হাউজের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কার্বি সংবাদদাতাদের বলেন, মুক্ত করে দেয়া ইরানের যে কোনো তহবিল কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে, সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ন স্বচ্ছতা থাকবে। আনুমানিক ৬০০ কোটি ডলারের ইরানি সম্পদ এখন দক্ষিণ কোরিয়ায় জব্দ অবস্থায় রয়েছে। তিনি বলেন, মূলত, এই তহবিল দিয়ে কেবল খাদ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা উপকরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে এর দ্বৈত সামরিক ব্যবহার হবে না। এই তহবিল ব্যবহারের জন্য, যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের মতামত সহ একটি মান ও কঠোর প্রক্রিয়া থাকবে। এ বিষয়ে অবগত একটি সূত্র রয়টার্স কে জানিয়েছে, তহবিল মুক্ত করার পর, আটক পাঁচজন আমেরিকার নাগরিক ইরান ছাড়ার অনুমতি পাবেন। আলোচনা চলছে উল্লেখ করে কার্বি বলেন, এখনো কোনো চুক্তি হয়নি। জব্দ করা তহবিল দক্ষিণ কোরিয়া থেকে কাতারে পাঠাতে কোনো বাধাও থাকবে না। সেখান থেকে ইরান এই তহবিল পেতে পাররে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বৃহস্পতিবার জোর দিয়ে বলেছেন, এই চুক্তির অর্থ এই নয় যে ইরান নিষেধাজ্ঞা থেকে কোনো ধরণের ছাড় পেতে যাচ্ছে। জাতিসংঘে ইরানের মিশন জানিয়েছে, এই চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র তাদের কারাগার থেকে কিছু ইরানিকে মুক্তি দেবে।

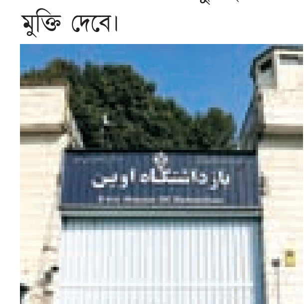

সংক্রমণ ঃ জাহাজ থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের সরাতে চায় যুক্তরাজ্য

লন্ডন ঃ আশ্রয়প্রার্থীদের রাখা জাহাজে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছে যুক্তরাজ্যের সরকার। পদক্ষেপ নেয়া এক সপ্তাহের মধ্যে ঋষি সুনাক সরকারের পরিকল্পনা হোঁচট খেয়েছে।

ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে অভিবাসীদের ঠেকাতে একের পর এক কঠোরসিদ্ধান্ত নিচ্ছে যুক্তরাজ্যের সরকার। এর অংশ হিসেবে গত সপ্তাহে ডরসেটে নোঙর করা বিবি স্টকহোম নামের একটি বার্জ বা ভাসমান জাহাজে আশ্রয়প্রার্থীদের সরাতে শুরু করে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সপ্তাহ না পেরুতে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিপাকে পড়েছে তারা। জাহাজের পানিতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ পাওয়া গেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ''বিবি স্টকহোমের পানির ব্যবস্থায় লিজিওনেলা ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে, যা নিয়ে আরো তদন্ত করতে হবে।'' জাহাজটিতে ৩৯ আশ্রয়প্রার্থীকে স্থানান্তর করা হয়েছিল। তাদের সবাইকে পর্যায়ক্রমে সরিয়ে নেয়া হবে বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন ঐ মুখপাত্র।

তিনতলা জাহাজটিতে দুই শতাধিক বেডরুম রয়েছে। সেখানে অন্তত ৫০০ জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে আরো বৃদ্ধির পরিকল্পনা ছিল কর্তৃপক্ষের। জলের সরবরাহের ব্যবস্থায় পাওয়া লিজিওনেলা ব্যাকটেরিয়ার কারণে ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটতে পারে যা ব্রিটিশ স্বাস্থ্যসেবায় যাকে 'গুরুতর' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এখন পর্যন্ত কেউ এমন রোগে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংস্থার পরামর্শে নিয়ে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে।

আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়ে ভোটারদের মন জয় করতে সম্প্রতি একের পর এক কঠোর পদক্ষেপের ঘোষণা দিচ্ছে সুনাক সরকার। অনিয়মিত অভিবাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত পাঁচটি অগ্রাধিকার ইস্যুর একটি। যদিও বিরোধী দল লেবার পার্টি বলছে, কনজারভেটিভরা 'স্লোগান ও গিমিক' তৈরি করতে চাইলেও এর কোন বাস্তব সমাধান তাদের কাছে নেই।

বিতর্ক পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের অন্যান্য ভাষাভিত্তিক রাজ্যে সেখানকার ভাষা পড়া বাধ্যতামূলক

বাংলা বাধ্যতামূলক করা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে

কলকাতা (পায়েল সামন্ত) ঃ পশ্চিমবঙ্গের সব স্কুলে বাংলা পড়ানোর উদ্যোগ রাজ্যের। তার জেরে ভাষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বলে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

বাংলা মাধ্যম স্কুলে বাংলাই প্রথম ভাষা হিসেবে পড়ানো হয়। এ রাজ্যের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বাংলাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। চলতি সপ্তাহে রাজ্য মন্ত্রিসভায় যে নয়া শিক্ষানীতির খসড়া অনুমোদিত হয়েছে, তাতে ওই অভিযোগ নিরসনের একটা উদ্যোগ চোখে পড়েছিল।

এই খসড়া নীতি প্রকাশ্যে আসতে সমালোচনা শুরু হয়। রাজ্য সরকার বাংলা চাপিয়ে দিতে চাইছে বলে অভিযোগ ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী বুধবার জানিয়েছেন, কারো উপর কোনো ভাষা 'চাপিয়ে দেয়া' হবে না। এর ফলে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আগের পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে না।

গত এপ্রিলে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই অনুসারে রাজ্যের শিক্ষানীতি তৈরির জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করা হয়। এই কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী তৈরি হয়েছে রাজ্যের শিক্ষানীতির খসড়া। এই খসড়া বিলের আকারে রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা হবে। তারপর সেটি আইনে পরিণত হবে।

এই খসড়ায় বলা হয়েছে, যে সব পড়ুয়ার প্রথম বা দ্বিতীয় ভাষা বাংলা নয়, তাদের জন্য প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে বাংলার পৃথক পাঠ দেয়া হবে। তাহলে কি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে সব পড়ুয়াকে বাংলা পড়তেই হবে, এই প্রশ্নে শুরু হয় বিতর্ক। বাংলা 'চাপিয়ে দেয়ার' অভিযোগ ওঠে।

সোমবার নয়া শিক্ষানীতির খসড়া বিধানসভায় অনুমোদিত হয়েছিল। তার পরের দিনই এ নিয়ে অস্পষ্টতা কাটানোর চেষ্টা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তার বক্তব্য, আমরা ত্রিভাষার কথা বলেছি। বাংলা ভাষা চাপিয়ে দেয়া হবে না। যে এলাকায় যেটি প্রথম ভাষা হিসেবে রয়েছে, সেটিই প্রাধান্য পাবে।

বাংলা পক্ষের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংগঠন এতে উৎসাহিত হয়েছিল। যদিও বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিতর্ক কাটাতে বলেন, কেউ কেউ ভাষা নিয়ে উল্টোপাল্টা বকছে। আমরা তিন ভাষার ফর্মুলা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রথমে থাকবে মাতৃভাষা। যারা অলচিকিতে পড়ে, তাদের প্রথম ভাষা হবে অলচিকি। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা রাখতে পারে। যেমন দার্জিলিংয়ে নেপালি ভাষায় অনেকে পড়ে। ওটাই ওদের প্রথম ভাষা। তাই কারো উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা ঠিক নয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠছে, বাংলা ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক কি হচ্ছে না? বাংলা ভাষার পাঠ না নেয়ার স্বাধীনতা থাকবে অন্য মাতৃভাষার পড়ুয়াদের? যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না বলে মনে করেন বাংলা পক্ষের সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়।

গর্গ বলেন, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের অন্যান্য ভাষাভিত্তিক রাজ্যে সেখানকার ভাষা পড়া বাধ্যতামূলক। উত্তরপ্রদেশ, বিহারে হিন্দি, তামিলনাড়ুতে তামিল, গুজরাতে গুজরাতি, ওড়িশায় ওড়িয়া পড়তে হবে। এখানে সেই চেষ্টা হলে কেন 'চাপিয়ে দেয়া' বলা হবে?

নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি, অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডলও 'চাপিয়ে দেয়া'র তত্ত্ব মানতে রাজি নন। তিনি বলেন, যে সব প্রদেশ নিয়ে ভারত তৈরি হয়েছে, সেই প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সেখানকার ভাষা গুরুত্ব পাবে, এটা জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে। এটাকে যদি বলা হয় 'চাপিয়ে দেয়া' হচ্ছে, তা হলে সেটা জাতীয় নীতির বিরোধী হয়ে যায়।

প্রাথমিকের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষাতেও এর প্রভাব পড়বে। মনন বলেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার উপর গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু যদি প্রথম ভাষা হিসেবে ছাত্রছাত্রীরা বাংলা না পড়ে, তা হলে বিজ্ঞান বা মানববিদ্যার বই অনুবাদ করে কী হবে?

অতীতেও বাংলা বাধ্যতামূলক করার রব উঠলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। গর্গ এর জন্য রাজনীতিকে দায়ী করছেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের শাসক ও বিরোধী দলগুলি বহিরাগত তোষণে ব্যস্ত। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি চলছে। তাই গেজেট নোটিফিকেশন ছাড়া বাংলা বাধ্যতামূলক করার কথা বাঙালি বিশ্বাস করবে না। এর আগেও এই আলোচনা হয়েছে, যা অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে।

নতুন খসড়া নীতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক শিক্ষা কমিশন গঠন। এর আগে বেসরকারি হাসপাতালের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য কমিশন গঠন করেছিল। এবার মন্ত্রিসভা 'ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট স্কুল রেগুলেটরি কমিশন বিল ২০২৩'-এ অনুমোদন দিয়েছে।

বেসরকারি স্কুলের ফি নিয়ে অভিভাবকদের বিস্তর অভিযোগ থাকে। করোনা অতিমারির পর্বে এ নিয়ে তুমুল বিতণ্ডা হয়েছিল। এই কমিশন ফি ছাড়াও স্কুল সংক্রান্ত অন্যান্য বিরোধ নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বিল অনুযায়ী, একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে মাথায় রেখে কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। এতে শিক্ষাক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা ছাড়াও, বেসরকারি স্কুল যে বোর্ডগুলির অধীনে, তার প্রতিনিধিরাও থাকবেন।

অনেক সময় দেখা যায় গ্রামের বিভিন্ন সরকার পোষিত স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। বর্তমানে নিযগে প্রক্রিয়া থমকে থাকায় এই সঙ্কট আরো বেড়েছে। শিক্ষানীতির খসড়ায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক শিক্ষককে বাধ্যতামূলকভাবে পাঁচ বছর জেলায় পড়াতে হবে।

শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী ডয়চে ভেলেকে বলেন, বেশিরভাগ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী গ্রামেই আছেন, শহরে ক'টা স্কুল আছে? আবার অনেকে চাইছেন নিজের জেলার স্কুলে কাজ করতে। তা কীভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব, সেটা সরকারকে দেখতে হবে।

দুই দিনের সত্য জাত কন্যার উদ্ধার ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য এলাকায়

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর অঞ্চলের গ্রামে ফৌজীজোত গ্রামে স্থানীয় বাসিন্দার বাড়ির বারান্দায় তিন থেকে চার দিনের সদ্য কন্যাকে ফেলে গিয়ে পালিয়ে গেল বাবা মা। ঘটনা ঘিরে রীতিমতো চঞ্চল্যর ছড়িয়েছে। এরপরই তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ কে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পৌঁছায় পুলিশ সেই কন্যা সন্তানকে উদ্ধার করে কোনক্রমে হাসপাতাল নিয়ে আসে। সেখান থেকে উদ্ধার করে কোনক্রমে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে প্রশ্ন উঠছে। প্রতিনিয়ত এভাবে সদ্যজাত শিশুর উদ্ধার কে ঘিরে কিন্তু ফাঁসিদেওয়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কিছুদিন আগেই শিলিগুড়ি মহাকুমার বিধাননগরে জঙ্গল থেকে এক সত্য কন্যা সন্তান উদ্ধার হয়েছিল।পুনরায় আবার ঘোষপুকুর অঞ্চলের ফৌজি জোত গ্রামে উদ্ধার কে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এরপরে তড়িঘড়ি সেখান থেকে সেই কন্যা সন্তানকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এসে। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে। ডাক্তারি সূত্র মারফত জানা যায় বর্তমানে সেই শিশু কন্যা সুস্থ রয়েছে। ঘটনা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যে ফাঁসিদেওয়া থানা পুলিশ ও ঘোষপুকুর থানা পুলিশ। তবে স্থানীয়রা জানেন কে বা কারা রাতের অন্ধকারে এই কন্যা সন্তানকে ফেলে গিয়েছে। তা তারা জানতে পারেনি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান শিশুটির কান্না শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে।এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরো এলাকায়। তবে এ ঘটনার পিছনে কে বা কারা জড়িত রয়েছে।এবং এই শিশু কন্যাকে কারা ফেলে দিয়েছে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘোষপুকুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো রয়েছে সেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখেই পুরো ঘটনা তদন্ত নেমেছে ঘষপুকুর থানার পুলিশ। তবে প্রতিনিয়ত সন্তান জনহলেই রাস্তার জঙ্গল এবং নালা সহ বিভিন্ন জায়গায় ফেলে যাচ্ছেন মা বাবারা।তবে কি অবহেলিত হচ্ছে কন্যা সন্তান জন্ম হলেই রাস্তায় সহ জঙ্গল ও নালাতে ফেলে যাচ্ছেন বাবামারা তার উঠছে প্রশ্ন। এই নিম্নমানের মানসিকতার মা'বাবাদের কঠোর থেকে কঠোতম শাস্তির দাবি করছেন এই সমাজ।

লোকালয়ে অজগর উদ্ধার

জলপাইগুড়ি মুক্তা বস্তি গৃহস্থ বাড়ির ঘরের পাশে জালে আটকা পড়ে একটি সাড়ে সাত ফুটের অজগরদেখেই হইচই পড়ে যায় এলাকায়। উৎসুক জনতার ভিড় জমে যায়।খবর দেওয়া হয় পরিবেশ প্রেমী সংস্থা গ্রীন জলপাইগুড়ি কে। গ্রীন জলপাইগুড়ি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক অংকুর দাসের নেতৃত্বে উদ্ধারকারী টিম মুক্তা বস্তি পৌঁছে অজগর সাপটিকে উদ্ধার করেন। গ্রীন জলপাইগুড়ি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক তথা পরিবেশ প্রেমী অংকুর দাস জানান,সাপটি দীর্ঘক্ষণ ধরে জালে আটকে থেকে হাঁসফাঁস করছিলো। সামান্য আঘাত পেয়েছে জালে আটকে। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।সাপটাকে বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হবে।।

মাত্র ২৫ টাকা দিলেই পোস্ট অফিস থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে ভারতের জাতীয় পতাকা

শিলিগুড়ি ঃ গত বছর স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালনে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান শুরু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। গতবছর এই অভিযান ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলে। শিলিগুড়ি প্রধান পোস্ট অফিস থেকে গত বছর প্রায় ২০ হাজারের বেশী জাতীয় পতাকা বিক্রি হয়েছিল। এবছরও ইতিমধ্যেই বিক্রি শুরু হয়েছে জাতীয় পতাকা। গতবছরের মতো 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান সফল করতে ভারতীয় ডাক বিভাগের তরফে অনলাইনে গ্রাহকদের জাতীয় পতাকা পৌঁছে দেওয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।পোস্ট অফিসের ই'পোর্টাল www.epostoffice.gov.in. এর মাধ্যমে জাতীয় পতাকার অর্ডার দিতে পারবেন শহরবাসী।মাত্র ২৫ টাকা দিলেই পেয়ে যাবেন জাতীয় পতাকা।একজন ৫ টি করে পতাকা অর্ডার করতে পারবেন।একবার অর্ডার দেওয়া হলে তা আর বাতিল করতে পারবেন না। এছাড়াও পোস্ট অফিসে গিয়েও জাতীয় পতাকা কেনা যাবে। শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘরে এই সেলফি জোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে পতাকা কেনার ছবি তুলতে পারবেন গ্রাহকেরা। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি প্রধান পোস্ট অফিস থেকে ইতিমধ্যেই ১০০টি পতাকা বিক্রি হয়েছে।গতবছর প্রায় ২০ হাজারের বেশি পতাকা বিক্রি করা হয়েছিল।

ঘোষণা হল ফুলবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের নাম

শিলিগুড়ি ঃ ঘোষণা হল ফুলবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের নাম। ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই গ্রাম পঞ্চায়েতে দখল নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে তাদের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী বুধবার প্রধান ও উপপ্রধানের নাম ঘোষণা করেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ দেবাশীষ প্রামাণিক। প্রধান হিসেবে বাছাই করা হয়েছে রফিকুল ইসলামকে ও উপপ্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে কিশোর চন্দ্র রায়কে।

শিলিগুড়ির দাগাপুরে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করল আদিবাসী বিকাশ পরিষদ তরাই শাখা

শিলিগুড়ি ঃ অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ তরাই শাখার পক্ষ থেকে পালন করা হল বিশ্ব আদিবাসী দিবস। বুধবার শিলিগুড়ির দাগাপুরে আয়োজিত হয় একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমান আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের ভিড় দেখা যায়। এদিন বাগডোগরা এলাকা থেকে একটি বাইক মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি দাগাপুর মাঠে এসে শেষ হয় সেখানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রাজবংশী এমপ্লয়ি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে রাজবংশী মেধা সম্মান পরব অনুষ্ঠিত হলো

কোচবিহার ঃ রাজবংশী এমপ্লয়ি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে রাজবংশী মেধা সম্মান পরব অনুষ্ঠিত হলো কোচবিহার ল্যান্স ডাউন হলে। এদিন মাধ্যমিকে এবং উচ্চমাধ্যমিকে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ৮৫ এর বেশি নম্বর পেয়েছে তাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই দিনের এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি তাদের সিভিল সার্ভিস এর পরীক্ষা, বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্স সহ বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এরিয়ার কাউন্সেলিং করানো হয়।

ট্রাকের সহিত ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ, ট্রাকের খালাসি গুরুতর জখম

আলিপুরদুয়ার ঃ মাদারিহাটে পথ দুর্ঘটনা আহত এক জন। বুধবার সকালে মাদারিহাট এশিয়ান হাইওয়েতে পেট্রলপাম্পের সামনে অসম গামী একটি ট্রাকের সহিত বীরপাড়া গামী একটি ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এই ঘটনায় ট্রাকের খালাসি গুরুতর জখম হয় স্থানীয়রা ও মাদারিহাট পুলিশ আহতকে উদ্ধার করে মাদারিহাট হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওপরদিকে মাদারিহাট এশিয়ান হাইওয়ে বাপি দোকান সংলগ্ন এলাকায় একটি অসম গামী মালবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পালটে যায় এই ঘটনায় ট্রাকের চালক ও খালাসি সামান্য চোট পায়।।

পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত কালিয়াগঞ্জের মুস্তাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েত

উত্তর দিনাজপুর ঃ পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত কালিয়াগঞ্জের মুস্তাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েত। বোমাবাজির অভিযোগ।নির্দল, বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস মিলে ১৭ টি আসনে জয়ী হয়।আজ বিরোধীদলের জয়ী প্রার্থীরা বোর্ড গঠনের জন্য এলে তাদের উপর লাঠি, বাশ নিয়ে চড়াও বাধা দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে। অভিযোগ তৃণমূল বিরোধী দলের উপর হামলা চালায় ও বোমাবাজি করে বলে অভিযোগ। ভাংচুর চলে পঞ্চায়েত অফিসেও। একে অন্যের বিরুদ্ধে বোমাবাজির অভিযোগ তুলে সড়ব।তীব্র উত্তেজনা বাধলে খবর পেয়ে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। লাঠি, তীর ধনুক নিয়ে এলাকায় মজুত উভয়পক্ষ। তীব্র উত্তেজনা আছে। প্রচুর পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে।

শিলিগুড়ির মিলনপল্লী ক্লাবের উদ্যোগে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির মিলনপল্লী ক্লাবের উদ্যোগে আগামী কয়েকদিনব্যাপী একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন ক্লাবের সদস্যারা।জানা গিয়েছে, আগামী ১৩ই আগস্ট থেকে ২০ই আগস্ট পর্যন্ত অকশন ব্রিজ প্রতিযোগিতা হবে।২৬/২৭শে আগস্ট ক্যারাম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।২রা সেপ্টেম্বর দাবা প্রতিযোগিতা এছাড়াও আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এবং রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

বিপন্ন সংবিধান,এই প্রশ্নে কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলে ধরে রাজপথে নামলো কংগ্রেস

শিলিগুড়ি ঃ বিপন্ন সংবিধান।এই প্রশ্নে কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলে ধরে রাজপথে নামলো দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ। তাদের কথায়, দেশও বিপন্ন। গনতন্ত্রের চারটি স্তম্ভই বিপন্ন। তবে শুধু কেন্দ্র নয়, এরজন্য রাজ্যের শাসকদলকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করালো কংগ্রেস।বুধবার শহর শিলিগুড়ির হাসমিচক এলাকায় কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে বিধান ভবনের সামনে রীতিমতো মঞ্চ বেঁধে সংবিধান বাঁচাও দিবস পালনে ব্রতী হয়েছে জেলা কংগ্রেস। সংগঠনের জেলা সভাপতি শংকর মালাকারের উপস্থিতিতে চলে সত্যাগ্রহ অবস্থান কর্মসূচি। শংকর মালাকার জানান, গনতন্ত্র ধ্বংসের নেপথ্যে রাজ্য এবং কেন্দ্রর দুই সরকারই দায়ী।

বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ কোচবিহারের বড় শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি নেতা অনিমেষ বর্মনের বাড়ি হামলা চালানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাত আনুমানিক দেরটা নাগাদ তৃণমূল কংগ্রেসের দুস্কৃতীরা তার বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ।অনিমেষ বর্মনের অভিযোগ সেই সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তিনি অভিযোগ করে বলেন যারা হামলা চালিয়েছেন তারা সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসের হার্মাদ বাহিনী। তাকে খুন করার জন্য এই হামলা চালানো হয়েছে বলে তার অভিযোগ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।অনিমেষ বাবুর মা বুলবুলি বর্মন বলেন অতর্কিত এই আক্রমণ হয়, বাড়ির ভিতরে ঢুকে দুষ্কৃতীরা ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ।

ফুলবাড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের পর উল্লাসে মাতলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা

শিলিগুড়ি ঃ ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের পর উল্লাসে মাতলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা।এবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩০টি আসনের মধ্যে ২৪টি আসনে জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।অন্যদিকে ৬টি আসন দখল করেছে বিজেপি। এদিকে পঞ্চায়েত সমিতির ৩টি আসনও দখল করেছে তৃণমূল।বুধবার ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান রাজগঞ্জ ব্লক ইয়ুথ অফিসার তুহিন মুখার্জি।ফুলবাড়ি ১নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছেন সুনীতা রায়। উপপ্রধান হয়েছেন আনন্দ সিনহা।এদিন শপথ গ্রহণের পর তারা বাইরে বেরিয়ে আসতেই উল্লাসে মেতে ওঠেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানান কর্মী সমর্থকেরা। পাশাপাশি আবির খেলায় মেতে ওঠেন তারা।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি ময়নাগুড়ি ব্লকের পুটিমারি এলাকায়

জলপাইগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের পুটিমারি এলাকায় বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি স্থানীয় বাসিন্দা সহ স্কুল শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর।জলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি রোড হয়ে চ্যাংড়াবান্ধা মেখলিগঞ্জ যাওয়ার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।সেই রাস্তাটিতে দুটি স্কুলও রয়েছে। কিন্তু দেখা যায় এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন থেকেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।ভারি যান চলাচলের কারনে রাস্তাটি এতোটাই খারাপ হয়ে পড়েছে যে যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। পুটিমারি মথুরা মোহন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রণদা প্রসাদ রায় বলেন এই রাস্তাটি জলপাইগুড়ি গুচ্ছ রোডস এর আন্ডারে রয়েছে।অতি দ্রুত রাস্তাটির মেরামতের দাবি জানিয়েছেন। পুটিমারি জুনিয়র গার্লস হাই স্কুলের গ্রুপ ডি কর্মী প্রতিমা রায় তিনি বলেন রাস্তাটির এতোটাই বেহাল দশা যে যেকোনো সময় বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি তাই অতি দ্রুত যাতে রাস্তাটি মেরামতের কাজ শুরু হয় সেই দাবি রাখছে স্থানীয় বাসিন্দারা। এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি পি ডাবলু ডি রোডের আধিকারীকের সাথে কথা বললে তিনি বলেন রাস্তাটি বর্ষার পরে মেরামত করা হবে এবং এই রাস্তাটির টেন্ডারও হয়েছে।

ইংরেজবাজার পৌরসভার পরিবহন দপ্তরের নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

মালদা ঃ ফিতে কেটে নতুন ভবনের দ্বার উদঘাটন করেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইংরেজ বাজার পৌরসভার পরিবহন দপ্তরের কাউন্সিলর ইনচার্জ উদয় চৌধুরী সহ অন্যান্য পুর আধিকারিকরা। বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ মালদা শহরের বৃন্দাবনী ময়দান সংলগ্ন এলাকায় পুরসভার পরিবহন দপ্তরের নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এর পাশাপাশি দপ্তরের গাড়িচালকদের হাতে রেইনকোট তুলে দেওয়া হয়। কৃষ্ণেন্দু বাবু বলেন, আপাতত এই দপ্তর থেকে অফিশিয়াল কাজ করা হবে। আগামী দিনে ইংরেজি বাজার পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের ফার্ম এলাকায় সার্ভিস সেন্টারের কাজ হবে। এর পাশাপাশি গাড়িচালকদের হাতে রেইনকোট তুলে দেওয়া হয় পৌরসভার পক্ষ থেকে। পরিবহন দপ্তরের কাউন্সিলর ইনচার্জ উদয় চৌধুরী বলেন, জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল পরিবহন দপ্তরের অফিস। পৌরসভার উদ্যোগে নতুন ভবন তৈরি করা হয়। দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের সুবিধার্থে নতুন ভবনের দ্বার উদঘাটন করা হয়।

রাহুল গান্ধীর সদস্যপদ পুনরুদ্ধারকে কেন্দ্র করে ইছাগড়ে উদযাপন করলেন কংগ্রেসকর্মীরা

চান্ডিল ঃ রাহুল গান্ধীর সংসদ সদস্যপদ পুনরুদ্ধারের আনন্দে বুধবার টিকারে কংগ্রেস নেতা অজয় কুমার সাহুর নেতৃত্বে জনগণের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে ইছাগড়ের কংগ্রেস কর্মীরা উদযাপন করেছে। এসময় উপস্থিত কর্মীরা রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ স্লোগান দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কংগ্রেসম্যানরাও বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে ঝাড়খণ্ডের সমস্ত আদিবাসীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এ সময় অজয় কুমার সাহু বলেন, আদিবাসীরা প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের রক্ষক। তাদের কারণে আমাদের অস্তিত্ব নিরাপদ। এছাড়াও, রাহুল গান্ধীর সদস্যপদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে সত্যকে কষ্ট দেওয়া যায় কিন্তু পরাজিত করা যায় না। এই কথা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে শ্রী রাহুল গান্ধী প্রমাণ করেছেন। বিজেপি একটি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে তার সদস্যপদ বাতিল করেছিল, কিন্তু আদালত সেই ষড়যন্ত্রকে বাতিল করে দেয়। নিশ্চিতভাবে ২০২৪ সালের লোকসভা সাধারণ নির্বাচনে ভারত জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে জয়লাভ করবে এবং শ্রদ্ধেয় রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস ইছাগড় ব্লক সভাপতি দুর্যোধন গোপ, দিগম্বর সিং মুন্ডা, তপন কুমার গোপ, স্বরূপ দত্ত, দুর্গা সাহু, দীপক সাহু, অজয় গোপ, কৃষ্ণ গোপ, শ্যামলাল সিং মুন্ডা, পশুপতি সিং মুন্ডা প্রমুখ শতাধিক কংগ্রেস কর্মী।

পঞ্চায়েত ভোট গঠন নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো মালদার কালিয়াচকের আলিপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে

মালদা ঃপঞ্চায়েত ভোট গঠন নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো মালদার কালিয়াচকের আলিপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে। এদিন ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়ন করা হয়। জানা গিয়েছে আলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ২৪। এর মধ্যে কংগ্রেস পায় দশটি আসন, নির্দল একটি, সিপিআইএম একটি আসন এবং তৃণমূল কংগ্রেস পায় ১২ টি আসন। বুধবার বোর্ড গঠনের সময় কংগ্রেসপক্ষ দাবি করে তাদের সমর্থন করছে সিপিএম ও নির্দল ছাড়াও একজন তৃণমূল জয়ী সদস্য। স্বভাবতই তাদের দল থেকেই প্রধান পদের দাবী জানানো হয়।

খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ গ্রেফতার বিজেপি নেতার ভাগ্না

শিলিগুড়ি ঃ খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ গ্রেফতার ১ ব্যক্তি। খড়িবাড়ির ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাংকির গৌরসিং জোতে ঘটনা। ধৃত ব্যক্তির নাম উৎপল দাস (২৬), গৌড়সিং জোতের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ধৃত ব্যক্তির গোডাউনে হানা দেয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ দেখে পালানোর চেষ্টা করলে ব্যর্থ হয় উৎপল ।এরপরে গোডাউন থেকে ৪১টি কাপ সিরাপ ও প্রায় ভারতীয় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা সহ নেপালি ৪ হাজার ৩০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। পরে ধৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রসঙ্গত উৎপল দাস এর আগেও মাদক কারবারে কয়েকবার আটক করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃত উৎপল রানিগঞ্জ বিন্নাগুড়ি মন্ডল বিজেপির সহ সভাপতি দীলিপ মহন্তের ভাগ্না হিসেবে পরিচিত।ধৃত কে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চিত্র প্রদর্শনীর আযোজেন করতে চলেছে অনুব্রত সমিতি শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি ঃ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চিত্র প্রদর্শনীর আযোজেন করতে চলেছে অনুব্রত সমিতি শিলিগুড়ি। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলন করে ওই চিত্র প্রদর্শনী বিষয়ে জানান সমিতির সদস্যরা। জানা গিয়েছে ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন ওই চিত্র প্রদর্শনীটি তেরাপন্থ ভবনে আয়োজিত হবে। অংশগ্রহণকারীরা তাদের আঁকা ছবি ১১ থেকে ১৩ আগস্টের মধ্যে জমা করতে হবে। প্রদর্শনীর বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে পরিবেশ, নেশা মুক্তি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং রাষ্ট্রীয় একতা ও অহিংসা। প্রদর্শনীতে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদেরকে পুরস্কৃত করা হবে বলে জানিয়েছেন সমিতির সদস্যরা।

দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ২ জন লরি চালকের আহত ২ জন

উত্তর দিনাজপুর ঃ দুর্ঘটনা মৃত্যু ২ জন আহত ২ ,ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী থানার অন্তর্গত রসাখোয়া মহেশপুর রাজ্য সড়কে, স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন সকাল থেকেই মূসল ধারে বৃষ্টি পড়ছিলো হঠাৎ করে বিকট শব্দ শুনতে পায় তারা বাড়ি থেকে বেড়িয়ে রাস্তায় দেখেন দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ঘটনাস্থলে ২ জন লরি চালকের মৃত্যু হয়, আহত ২ জন, স্থানীয় লোকজন পথ দুর্ঘটনার খবর দেয় করণদিঘী থানায়, করণদিঘী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মৃতদেহ উদ্ধার করে করণদিঘী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে, পুলিশ সূত্রে জানা যায়,মৃত দুই লরি চালকের নাম ইসমাইল হক, বাড়ি কামারতোড় ও সঞ্চয় কুমার বাড়ি টুঙ্গদিঘী,মৃতদেহ রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ময়নাতদন্ত জন্য নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন, আহত দুইজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নিকাশী নালা না থাকায় , বর্ষার জল জমে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রাজ্যসড়কে জল জমে বেহাল দশা এলাকা বাসীর

উত্তর দিনাজপুর ঃ নিকাশী নালা না থাকায় , বর্ষার জল জমে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রাজ্যসড়কে জল জমে বেহাল দশা এলাকা বাসীর। এমনই চিত্র উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ এলাকায় , স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও এলাকার নিকাশী মেলা মেরামত করেনি তাই বর্ষার জল জমে প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ও রাজ্যসড়কে বন্যার আকার ধারণ করেছে। কবে এই সমস্যার সমাধান হবে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রামগঞ্জের বাসিন্দারা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

জলপাইগুড়ি তে তিনটি পৃথক সড়ক দূর্ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন

জলপাইগুড়ি ঃ মঙ্গলবার সকালেই ঘটে এই তিনটি দুর্ঘটনা, প্রথমটি ঘটে জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি সড়কের মোহিত নগর ওরাল পুলের নিকটে, কুচবিহার থেকে শিলিগুড়ি গামি একটি চার চাকার গাড়ি হটাৎ নিজের নির্দিষ্ট লেন ছেড়ে পাশের লেনে চলে যায় এবং অপরদিক থেকে আসা একটি পণ্য বোঝাই টাটা এসি গাড়ী ও বিদুত্তের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান স্থানীয়রা সহ পুলিশের হাইওয়ে পেট্রোল ভ্যান, গাড়িতে থাকা মহিলা সহ অন্যান্য আহত যাত্রীদের দ্রুত পুলিশ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। অপর একটি ঘটনা ঘটে কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত বজরা পাড়া এলাকায় মঙ্গলবার সকালে আচমকাই একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গাছে ধাক্কা মেরে দাড়িয়ে যায়। আহতদের চিকিৎসা চলছে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। অপরদিকে বালি বোঝাই ডাম্পারকে পাশ কাটাতে গিয়ে নয়ানজুলিতে মাল বোঝাই লড়ি।এদিন সকাল আটটা নাগাদ এমন ঘটনায় চাঞ্চল ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ৪৮ নং এশিয়ান হাইওয়ে ঠাকুরপাট সংলগ্ন এলাকায়।প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায় হাওড়া থেকে পাইপবোজাই লরিটি গয়েরকাটার দিকে যাওয়ার পথে এবং উল্টো দিক থেকে আসা একটি ডাম্পারের পাশে এসে ধাক্কা লাগলে যার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোন খবর নেই।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

পড়ুয়াদের মিড ডে মিল থেকে আচমকায় উধাও হয়ে গিয়েছে মুরগির মাংস এবং সবজি

মালদা ঃ কিন্তু পড়ুয়াদের মিড ডে মিল থেকে আচমকায় উধাও হয়ে গিয়েছে মুরগির মাংস এবং সবজি । ফলে একপ্রকার ভাত আর আলুর তরকারির মাধ্যমে চলছে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা। মালদার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেই এমনই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মিড ডে মিলে কোনরকম সবজি দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিভাবকদের অভিযোগ। সপ্তায় একদিন করে যে মুরগির মাংস দেওয়া হত সেটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু আলুর ঘ্যাট দিয়ে ভাত খেতেও আগ্রহ দেখাচ্ছেন না পড়ুয়ারা ।

যদিও এজন্য নিত্য প্রযোজেনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধিকে দায়ী করেছেন বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ। জিনিসের দাম বাড়ছে অথচ মিড ডে মিলের ক্ষেত্রে তুলনামূলক টাকার বাড়ানো হচ্ছে না। যার ফলেই সবজি এবং সপ্তাহে এক একদিন ডিম এবং মাংসের বদলেই শুধু আলুর তরকারি আর ভাত দেওয়া হচ্ছে।

মালদা শহরের অনেক প্রতিষ্ঠিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যেখানে প্রতিদিনই ৫০০ থেকে ৬০০ জন পড়ুয়ারা পঠনপাঠনের জন্য স্কুলে যায়। কিছুদিন ধরে মিড ডে মিলের খাবার সাদামাটা হওয়ায় পড়ুয়াদের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার আগ্রহটা অনেকটাই কমেছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এমনকি সপ্তাহে বুধবার একদিন করে মাংস ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কিন্তু হঠাৎ করে সেই মাংসও রান্না বন্ধ হয়ে গিয়েছে মিড ডে মিলে।

বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকেরা জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সবজি ভাত দেওয়া আহত পড়ুয়াদের। এমনকি সপ্তাহে একদিন ডিম এবং একদিন মুরগির মাংস দেওয়া হতো মিড ডে মিলে। কিন্তু এখন সেইসব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু আলুর তরকারি আর ভাত খাওয়াতে পড়ুয়াদের মধ্যে কোন আগ্রহ নেই। এমনকি মিড ডে মিলে একদিন ফল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । সেটিও পর্যন্ত বন্ধ হয়ে রয়েছে। এব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষগুলি পরিষ্কার করে কিছু জানাচ্ছেন না।

বার্লো বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা গীতানী মন্ডল জানিয়েছেন, জিনিসের দাম বেড়েছে। আর সেই জন্যই মিড ডে মিলে সবজি মাংস কেনা সম্ভব হচ্ছে না। অভিভাবকেরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ঠিকই । কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। ইতিমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ১৬ সপ্তাহের জন্য মিড ডে মিলে একদিন করে মাংস দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই ১৬ সপ্তাহের মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়েছে। নতুন করে কোনো নির্দেশ আসে নি। আর শাকসবজির দাম এতটাই বেড়েছে যে তা কেনা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, সরকারি বরাদ্দ অর্থ নতুন করে বাড়ে নি। ফলে একপ্রকার আলুর তরকারি ভাতের মাধ্যমে মিড ডে মিল চলছে। এই ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

পরিবেশ প্রেমী থানা চত্বর থেকে সাপটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দেয়

জলপাইগুড়ি ঃ সোমবার ময়নাগুড়ি থানা চত্বরের একটি ঘর থেকে ৬ ফিট লম্বা একটি দারাস সব উদ্ধার করল ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ সংগঠনের সদস্যারা।

সোমবার সকালে থানায় কর্মরত সিভিক ভলেন্টিয়ার রা দুটি দেখতে পায় একটি জঙ্গলে চলে গেল অপরটি একটি ঘরে ঢুকে পড়ে, অবস্থায় ময়নাগ ুড়ি রোড পরিবেশ সংগঠনের সদস্যদের খবর দিলে তারা এসে সাপ টিকে থেকে উদ্ধার করে। পরে সাপটিকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানান ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্য নন্দু রায়।

শিল্পের সমাধানে রাজ্যের নতুন উদ্যোগ, পাঁচ দিন ব্যাপী ময়নাগুড়িতে শিবির

জলপাইগুড়ি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুপ্রেরণায় শিল্পের সমাধানে শিল্পোদ্যোগীদের দুয়ারে এম এস এমএসএমই শিবির। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র শিল্পের আযোজেনে রাজ্য ব্যাপী শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। ১ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিটি ব্লক ও পৌরসভা এলাকায় পাঁচদিন ব্যাপী এই শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সোমবার ময়নাগুড়ি ব্লক ও পৌরসভার উদ্যোগে ময়নাগুড়ি দুর্গাবাড়ি মোড়ে দুর্গা মণ্ডপে এই শিবিরের সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসন ও পৌরসভার কর্মকর্তারা। জানা যায়, রাজ্যে শিল্পের উদ্যোগ বাড়ানোর জন্য এবং তাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এক শিবিরে করার লক্ষ্যেই এই আযোজেন বলে জানা গেছে।

ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন বার্তা আলিপুরদুয়ার পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

আলিপুরদুয়ার। মানুষকে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন করতে এলাকার খুদে শিশুদের নিয়ে র‍্যালি করলো আলিপুরদুয়ার পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আলিপুরদুয়ার জংশন অফিসার্স কলোনিতে পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে এই র‍্যালি শুরু হয়। এবং জংশনের বিভিন্ন জায়গা পরিক্রমা করে ক্ষ্ব.ঙ.গ্ব চৌপথী শিশু উদ্যান হয়ে ফের পথের সাথীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যালয়ের সামনে এসে সমাপ্ত হয়।এদিন এলাকার প্রায় শতাধিক খুদে শিশু ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে সচেতনতামূলক ব্যানার হাতে নিয়ে এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি সুব্রত মজুমদার,

পথের সাথী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সম্পাদক মিঠুন রায় , সদস্য অনিল কুমার ঝাঁ সহ অন্যান্যরা।

মালদার এক মেগা রক্তদান শিবিরে ৫ জন মহিলা সহ মোট ১৬৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন

মালদা ঃ এক মেগা রক্তদান শিবিরে ৫ জন মহিলা সহ মোট ১৬৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন। মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত উত্তর লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর লক্ষীপুর স্ট্যান্ডে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের (ডিওয়াইএফআই) উদ্যোগে দিনভর চলে এই রক্তদান শিবির। সোমবারের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সিপিএম নেতা নঈমুদ্দিন শেখ, প্রাক্তন শিক্ষক নেতা সুকেশ ঝা , শচীন যাদব সংশ্লিষ্ট এলাকার ডিআই এর সম্পাদক আশরাউল হক সহ গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ। শিবিরে উদ্যোক্তা ও রক্তদাতাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। রক্তের সংকট দূরীকরণে ও মানুষের পাশে থাকার প্রয়াস বলে উদ্যোক্তাদের তরফে সংশ্লিষ্ট ডি ওয়াই এফআই সম্পাদক আশরাউল হক জানান। তিনি আরো জানান, প্রতিবছর মানুষের জন্য রক্ত সংকট নিরশনে রক্তদান শিবিরের আযোজেন করা হয়। সংগঠন ছাড়াও স্থানীয় মানুষজন সকলেই সহযোগিতা করেন। প্রতিবছর ১০০ জন ওপর রক্তদান করেন। গত বছর রক্তদান করেছিলেন ১০৪ জন। এবার রক্তদান সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে ১৬৫ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেছেন।

পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে ফাঁকা বালতি নিয়ে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

জলপাইগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের উত্তর মাধবডাঙ্গা এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের জন্য প্রায় বছর খানেক আগে বাড়ি বাড়ি বসানো হয়েছে ট্যাপ কল। বাড়ি বাড়ি কল থাকলেও মিলছে না পরিশ্রুত পানীয় জল। এমনকি জলের প্রেসার না থাকায় খুব অল্প অল্প করে সুতোর মতো করে জল পড়ে বলে অভিযোগ। যার জেরে সেই জল কার যত ব্যবহারই করতে পারেন না এলাকার মানুষ। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকেই পানীয় জল কিনে নেন আবার কেউ কুযো বা নলকূপের উপরেই ভরসা করে আছেন। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ গরিব শ্রেণীর হওয়ায় অনেকেই বাড়িতে টিউবওয়েল বসাতে না পেরে দূর থেকে খাওয়ার জল নিয়ে আসেন। ফলে গরমে কার্যত জল কষ্টে ভুগছেন এলাকার মানুষ। জল কম পড়ার অভিযোগের পাশাপাশি নোংরা এবং পচা গন্ধযুক্ত জল ট্যাপ কল থেকে বের হয় বলে অভিযোগ। দ্রুত এই সমস্যার সমাধানের দাবিতে সোমবার এলাকার বাসিন্দারা ফাঁকা বালতি হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন।

পারিবারিক অশান্তির জেরে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালালে এক গৃহবধূ

মালদা ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালালে এক গৃহবধূ । সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার পাচাহার এলাকায়। বাড়ির লোকেরা ওই গৃহবধূকে শোবার ঘরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেই, তড়িঘড়ি তাকে চিকিৎসার জন্য গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অসুস্থ গৃহবধুর নাম বাসন্তী হেমরম (২৫) । তার স্বামীর নাম রাজেশ মাড়ি। রবিবার থেকেই ওই আদিবাসী দম্পতির মধ্যে চরম গোলমাল চলছিল। এরপরই এদিন সকালে রাগের বসে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায় ওই গৃহবধূ।

ঠিকঠাক পরিষেবা মেলে না, ব্যাঙ্কের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকদের একাংশ

আলিপুরদুয়ার ঃ ঠিকঠাক পরিষেবা মেলে না, কর্মীরা দুর্ব্যবহার করেন, এমন কিছু অভিযোগ তুলে ব্যাঙ্কের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকদের একাংশ। সোমবার আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরের একটি ব্যাঙ্কের শাখার সামনে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকেরা। ওই ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা। ওই ব্যাংক গ্রাহকদের অভিযোগ, বহু দিন থেকে ব্যাংকের সমস্ত পরিষেবা শিকেয় উঠেছে। বার বার অভিযোগ জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। কার্যত বাধ্য হয়েই, সোমবার দুপুরে আঃেদালনের পথ বেছে নেন গ্রাহকরা। ব্যাংকের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ চালিয়ে যান। ব্যাংকের এই শাখায় কোনোরকম কাজকর্ম সঠিক ভাবে হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন গ্রাহকরা।

পড়ুয়াদের সুবিধার্থে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হল পৃথক পরীক্ষার ওয়েব পেজ

শিলিগুড়ি ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য এবার পৃথক পরীক্ষার ওয়েব পেজ চালু করল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সোমবার ওই ওয়েব পেজের সূচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওই ওয়েব পেজের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পড়ুয়ারা পরীক্ষার রুটিং থেকে শুরু করে পরীক্ষার যাবতীয় তথ্য সহজেই হাতের কাছে পেয়ে যাবে। পাশাপাশি থাকবে আগের বছরের প্রশ্নপত্র, পরীক্ষার ফল, এডমিট কার্ড থেকে যাবতীয় তথ্য। এই ওয়েব পেজ আগামীতে পড়ুয়াদের তথ্য সংগ্রহে পড়ুয়াদের সুবিধা দেবে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

গণিত বিজ্ঞান মেলা তুফানগঞ্জে

কোচবিহার ঃ গণিত বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হল তুফানগঞ্জ সারদা শিশু তীর্থ স্কুলে।এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বইরাতি নৃত্যের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।সংকুল ভিত্তিক এই গণিত বিজ্ঞান মেলায় দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, সিতাই, কোচবিহার ও তুফানগঞ্জের চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়ারা অংশ গ্রহণ করে।বিজ্ঞানের ওপর ১০ টি মডেল এদিন প্রদর্শিত হয়।জেলার প্রথম স্থানাধিকারীরা আগামী ২ রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হতে চলা প্রান্তঃ স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। উৎসাহ উদ্দীপনায় বিজ্ঞান মেলায় অংশ নিয়েছে এক ঝাঁক ক্ষুদে পড়ুয়া।

পুরনো বিবাদের জেরে গর্ববতী মহিলা সহ আরো দুই মহিলাকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে

মালদা –পুরনো বিবাদের জেরে গর্ববতী মহিলা সহ আরো দুই মহিলাকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। সোমবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মানিকচক থানার মনকুত বাঁধ রাধুটোলা এলাকায়।আহতরা গুরুতর জখম অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।আহত তিন মহিলারা হলেন শকুন্তলা মন্ডল(৩২),দিপালী মন্ডল(৩০) এবং অনিতা মন্ডল(৬০)। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে,ওই গ্রামের বাসিন্দা জীতেন মন্ডলের সাথে আহতদের পরিবারের সাথে একটি জমির সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পুরনো বিবাদ রয়েছে।আর সেই পুরনো বিপদের জেরে এদিন দুই পরিবারের মধ্যে গোন্ডগোল শুরু হয়।তার জেরে শকুন্তলা মন্ডলকে একা দেখতে পেয়ে জীতেন মন্ডল সহ তার পরিবারের লোকজনেরা বেধরক মারধর রক্তাক্ত করে পা ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ।শকুন্তলা মন্ডলের স্বামী শীতেশ মন্ডল শারীরিক প্রতিবন্ধী রয়েছেন।বর্তমানে ভিক্ষাবৃত্তি করে সংসার জীবন যাপন করেন তিনি।শকুন্তলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তাকে বাঁচাতে ছুটে আসেন দিপালী মন্ডল।তাকেও ব্যাপক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত করে বলে অভিযোগ দিপালী মন্ডল পাঁচ মাসের গর্ভবতী রয়েছে দাবি তার স্বামী জয়ন্ত মন্ডলের।এই ঘটনার জেরে আরো এক মহিলা আহত হয়েছে।গুরুতর জখম রক্তাক্ত অবস্থায় তিন মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে মানিকচক গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের মালদা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।পুরো ঘটনা বিবরণ দিয়ে মানিকচক থানা চার জনের নামে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।এদিকে অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজে এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে আহতরা।

স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন ডিভিশনাল ম্যানেজার

কোচবিহার ঃ নিউকোচবিহার স্টেশন পরিদর্শন করলেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডিভিশনাল ম্যানেজার অমরজিত গৌতম। নিউকোচবিহার স্টেশনে রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই নিউকোচবিহার স্টেশন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ডিভিশনের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ । সেকথা মাথায় এই স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন ডিভিশনাল ম্যানেজার।

শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগররে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে গেল চা পাতা বোঝাই তিন চাকা গাড়ি,চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগররে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে গেল চা পাতা বোঝাই তিন চাকা গাড়ি। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। জানা গিয়েছে যে এদিন চা পাতা বোঝাই তিন চাকা গাড়িটি ঘোষপুকুরের দিকে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে যায়। তবে এই ঘটনায় কোন হতাহতের খবর নেই। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ ও বিধাননগর ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা। এরপর পুলিশ গিয়ে গাড়িটিকে উদ্ধার করে। স্থানীয়দের অভিযোগ বেহাল রাস্তার কারণেই এই দুর্ঘটনা।

আলিপুরদুয়ার জেলার রায়মাটাং চা বাগানে বিগত নয় দিন থেকে রিলে অনশন চালিয়ে যাচ্ছে শ্রমিকরা

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার রায়মাটাং চা বাগানে বিগত নয় দিন থেকে রায়মাটাং চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা প্রোফিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্যাচুইটি প্রদানের দাবিতে রিলে অনশন চালিয়ে যাচ্ছে ।

মঙ্গলবার সকালে রায়মাটাং চা বাগানে শ্রমিকরা গেট মিটিং আয়োজিত হয় । এদিনের গেট মিটিং বাগানের সবকটি শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন । । শ্রমিক নেতারা জানান দাবী পূরণ না হ ওয়া ওবধি আন্দোলন চলবে।

ডেঙ্গি ঠেকাতে বিশেষ অভিযান দিনহাটা পৌরসভার

কোচবিহার ঃ রাজ্যজুড়ে চলছে ডেঙ্গির প্রকোপ। ডেঙ্গি ঠেকাতে দিনহাটা পুরসভা এলাকায় বিশেষ অভিযান দিনহাটা পৌরসভার। দিনহাটা পৌরসভার পক্ষ থেকে আজ দিনহাটা শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে বিশেষ অভিযানে নামে পুর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার পৌরসভার পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সাফাই কর্মীদের বিশেষ টিম নামিয়ে নোংরা আবর্জনায় জমে থাকা ড্রেনগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ছাড়াও স্প্রে করা হয়।উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, পুরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পার্থনাথ সরকার, পুরসভার আধিকারিক অসিত বল সহ প্রমুখ। ডেঙ্গি রোগ মোকাবিলায় নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুরো কর্তৃপক্ষ। নোংরা আবর্জনা জমে কার্যত বেহাল হয়ে থাকা ড্রেন গুলি এদিন কর্মীরা পরিষ্কার করে।পর্যায়ক্রমে এই সাফাই অভিযান চলবে বলে পুর কর্তৃপক্ষ জানান। পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মহেশ্বরী জানান, শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পুর কর্তৃপক্ষ সব সময় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিন শহরের ৯ ওয়ার্ডে ড্রেনগুলি পরিষ্কারের পাশাপাশি যেসব ড্রেনে জল জমে থাকছে সেখানে নিয়ম মেনে স্প্রে করা ছাড়াও সেই জমা জল নামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

স্বাধীনতা দিবসে ম্যারাথন সহ একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছে সুর্যনগর স্পোর্টিং ক্লাব

শিলিগুড়ি ঃ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ম্যারাথন সহ একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছে সুর্যনগর স্পোর্টিং ক্লাব।থাকছে অঙ্কন প্রতিযোগিতা থেকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় রিচা ঘোষকে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এবার সূর্যনগর স্পোর্টিং ক্লাবের বিশেষ আকর্ষণ রান ফর লাইফ ম্যারাথন। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে স্বাধীনতা দিবসের ওই কর্মসূচি ঘোষণা করেন আযোজক সংস্থার সদস্যরা।সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। জানা গিয়েছে ম্যারাথনটি মাল্লাগুড়ির ক্ষুদিরামের মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হবে এবং শেষ হবে ডাবগ্রামের সুর্যনগর স্পোর্টিং ক্লাব ময়দানে।তারপর পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হবে পরবর্তী প্রতিযোগিতা। থাকছে অঙ্কন প্রতিযোগিতাও।প্রতিযোগিতার শেষে ওই দিনই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় রিচা ঘোষ, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বডিবিল্ডার মনোজ ঘোষ, পাওয়ার লিফটার নিহার রঞ্জন ঘোষ সহ আরও অনেককেই দেওয়া হবে সম্বর্ধনা। ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারিকে ১০ হাজার, দ্বিতীয়কে সাত হাজার ও তৃতীয়কে পাঁচ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে।

নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের রমরমা ব্যবহার, যত্রতত্র প্লাস্টিক পড়ে থাকায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ

জলপাইগুড়ি ঃ রবি ও সোমবার শ্রাবণী মেলায় উপচে পড়া ভিড় হলেও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ময়নাগুড়ি জল্পেশ সংলগ্ন এলাকার মানুষ। এই দুই দিন দুর দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা মন্দিরে আসেন পুজো দিতে। কিন্তু প্লাস্টিক জাত দ্রব্যের ব্যাবহার নিষিদ্ধ থাকলেও তার ব্যাবহার রমরমিয়ে চলছে জল্পেশ মন্দিরে। মন্দির চত্বরে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ ব্যানার থাকলেও কর্ণপাত করেন না সাধারণ পুণ্যার্থীরা ও ব্যবসায়ীরা। এমনকি অনেক সমাজসেবী পুণ্যার্থীদের সেবা করার জন্য সুদূর তিস্তা থেকে রাস্তার পাশে বিভিন্ন জায়গায় বা বাড়ির সামনে খাদ্য বা পানীয় দিয়ে থাকেন। তবে পানীয় দেওয়া বা খাদ্য বিলি করার পর ফেলে রেখে যান আবর্জনা। আর এতেই অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।ময়নাগুড়ি জল্পেশ মোড় এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করেন যে অনেকেই শরবত, জল দেওয়ার জন্য স্টল লাগান বাড়ির সামনে। কিন্তু পরিষেবা দিলেও জলের কাপ, প্লাস্টিক পরিষ্কার করেন না।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালন

শিলিগুড়ি ঃ ২২শে শ্রাবন।বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮২ তম প্রয়াণ দিবস।শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে যথাযত মর্যাদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালন করা হলো।এদিন শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদের করেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মেয়র পারিষদ সোভা সুব্বা সহ অন্যান্য পুর আধিকারিক ও কর্মীরা।এদিন রবিঠাকুরের স্মৃতিচারণ করেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

বাবামা বিজেপি করে এই অপরাধে মিলবে না কন্যাশ্রী! এমনই ভয়ংকর অভিযোগ স্কুলের বিরুদ্ধে

জলপাইগুড়ি। বাবামা বিজেপিকে ভোট দেয় এই অপরাধে মিলবে না কন্যাশ্রী! এমনই অভিযোগ স্কুলের বিরুদ্ধে। এখানেই শেষ নয়, স্কুলে কন্যাশ্রীর ফরম ফিলাপ করেন এবং স্কুলের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেন মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেন এলাকারই এক তৃণমূল নেতা বলে অভিযোগ। এমনই সব অভিযোগে স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের ঘরে বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবকেরা। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের পানবাড়ি ভবানী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনা। অভিযোগ, দশম শ্রেণির ছাত্রী টুম্পা হাজরা স্কুলে কন্যাশ্রীর ফ্রম চাইতে গেলেই এলাকার তৃণমূল নেতা তথা প্রধান শিক্ষকের কথা অনুযায়ী কেজুয়াল স্টাফ রামেশ্বর রায় বলেন, তোমার বাবামা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে তুমি কন্যাশ্রী পাবে না। অন্যদিকে এই ঘটনা চাউর হতেই আরও টুম্পা হাজরার মা ও বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীসহ অভিভাবকরা স্কুলে এসে প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলে ও বিক্ষোভ দেখায়। তারা জানতে চান কেন বিজেপি করার অপরাধে কন্যাশ্রী পাবে না স্কুলের ছাত্রী। প্রধান শিক্ষক দিনেশ সিনহা টেলিফোনে জানান, পাশের এলাকার তৃণমূল নেতা রামেশ্বর রায় স্কুলের সাহায্য করেন কন্যাশ্রী ফরম ফিলাপ সহ আরও কিছু ক্ষেত্রে। তিনি এভাবে স্কুলের মধ্যে রাজনীতিকে জড়িয়ে দেবেন এটা কাম্য নয়। প্রশ্ন উঠছে কি করে নিয়ে বাইরের লোক সরকারি স্কুলের কাজ করেন? শাসক দলের নেতা বলে কি সব সম্ভব? তবে এধরণের ঘটনায় বিজেপি নেতা শ্যাম প্রসাদ তীব্র কটাক্ষ করেন। পাল্টা তৃণমূল নেতা নিতাই কর এর সাফাই বিজেপির মিথ্যা অভিযোগ। যদিও এ ধরনের ঘটনা দল কোনভাবে মেনে নেবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্প দল মত নির্বিশেষে সকলেরই প্রাপ্য। তবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ রামেশ্বর রায়ের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, পুরো ঘটনা মিথ্যা অভিযোগ। এ ধরনের কোনো ঘটনাই ঘটেনি। আমাকে ফাঁসানোর জন্য চক্রান্ত করা হয়েছে ।

৭ই আগষ্ট ইন্দ্রধনুষ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে শিশুদের টীকাকরণ করা হল

আলিপুরদুয়ার ঃ ৭ই আগষ্ট ইন্দ্রধনুষ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার শিশুদের টীকাকরণ করা হবে।এদিন আলিপুরদুয়ার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যাতে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গাঙ্গুলী। এদিন জেলা মুখ্য স্বাস্থ আধিকারিক সুমিত গাঙ্গুলী জানান ইতিমধ্যে সার্ভে হয়ে গিয়েছে কোনো মা অথবা শিশুদের টীকাকরণ বাকি আছে কিনা।এই ইন্দ্রধনুষ মিশনে তাদের ও টীকাকরণ করা হবে।

পঞ্চায়েত ভোট জয় লাভের পর বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করছেন জয়ী প্রার্থীরা

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত ভোট জয় লাভের পর বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করছেন জয়ী প্রার্থীরা। এদিন যোগদান পর্ব চলে চিলাখানা থেকে শুরু করে মেখলিগঞ্জ দিনহাটা পর্যন্ত। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসে চিলাখানা ১নং ব্লকের সিপিএম জয়ী প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এর ফলে ওই ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ড গঠন করবে।একই সাথে এদিন দিনহাটা এবং মেখলিগঞ্জে সিপিএম এর জয়ী প্রার্থীরা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন।হলদিবাড়ি অঞ্চলের সিপিএম জয়ী প্রার্থী আলোক রায় পাটোয়ারী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।

বিজেপি সভানেত্রীর বাড়ির সামনে বোম রাখার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ সামনেই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন তার আগেই বিজেপি সভানেত্রীর বাড়ির সামনে বোম রাখার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তুফানগঞ্জের বক্সিরহাট থানার শালবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনে শালবাড়ি দুই নং গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৩ টি আসনের মধ্যে ১০ টি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি। মাত্র ৩ টি আসন পায় তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ১০ই আগস্ট শালবাড়ি ২নং অঞ্চলে বোর্ড গঠন করবে বিজেপি। ঠিক তার আগেই বিজেপির সভানেত্রীর বাড়ির সামনে থেকে দুটি তাজা বোমা উদ্ধারের পর স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে বিজেপি। বিজেপি যাতে সুষ্ঠুভাবে বোর্ড গঠন করতে না পারে তার জন্যই তৃণমূল কংগ্রেস এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে গন্ডগোল পাকাতে চাইছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ডেঙ্গি প্রতিরোধে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নালা ও জলাশয়ে ছাড়া হলো গাপ্পি মাছ

শিলিগুড়ি ঃ ডেঙ্গি প্রতিরোধে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নালা ও জলাশয়ে ছাড়া হলো গাপ্পি মাছ। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন বাজারে এই মাছগুলি ছাড়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ফাঁসিদেওয়া বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অরুনাভ দাস সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান মহকুমা পরিষদ থেকে প্রায় দুই লক্ষ গাপ্পি মাছ ব্লক প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে, যে সকল নালা ও জলাশয়ে ডেঙ্গুর মশা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি আমাদের ভিআরপিরা বিভিন্ন জায়গায় চিহ্নিত করে,আজ সেই জায়গা গুলিতে গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়। এই মাছগুলি যাতে বেঁচে থাকে এবং আগামী দিনে ডেঙ্গুর প্রকোপ যেন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগররে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে গেল চা পাতা বোঝাই তিন চাকা গাড়ি,চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগররে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে গেল চা পাতা বোঝাই তিন চাকা গাড়ি। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। জানা গিয়েছে যে এদিন চা পাতা বোঝাই তিন চাকা গাড়িটি ঘোষপুকুরের দিকে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে যায়। তবে এই ঘটনায় কোন হতাহতের খবর নেই। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ ও বিধাননগর ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা। এরপর পুলিশ গিয়ে গাড়িটিকে উদ্ধার করে। স্থানীয়দের অভিযোগ বেহাল রাস্তার কারণেই এই দুর্ঘটনা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবসে বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও পুষ্প নিবেদন করা হয়

শিলিগুড়ি ঃ ২২শে শ্রাবণ নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি ছিলেন একজন বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং নাট্যকার যিনি বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি ১৩৪৮ সনের ২২শে শ্রাবণ পরলোক গমন করেন যা ইংরেজি তারিখ অনুযায়ী ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট। এই বছর অর্থাৎ ২২শে শ্রাবণ ১৪৩০-এ কবিগুরুর ৮২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে।কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবসে বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও পুষ্প নিবেদন করা হয়।আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, শিলিগুড়ি বিজেপি সংগঠনিক নব নির্বাচিত জেলা সভাপতি অরুন মন্ডল, রাজ্যের বিজেপি মহিলা মোর্চার সভা নেত্রী ফাল্গুনী পাত্র সহ শিলিগুড়ি বিজেপি সংগঠনিক সদস্যরা।

সম্পাদকীয়

ভারতে মেয়েদের খেলার রাজ্য যৌনহেনস্থায় ভরা

শুধু ফুটবল নয়, কুস্তি, বক্সিং, অ্যাথলেটিক্স, সর্বত্রই এটা সত্য। মেয়েদের সমানে যৌন হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। কিছুদিন আগে পুলিসের তরফ থেকে কলকাতায় মেয়েদের একটা ফুটবল প্রতিয়োগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে মেয়ে ফুটবলাররা খেলতে এসেছিলেন। সেসময় দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদসহ অনেক জেলার মেয়ে ফুটবলাররা বলেছিলেন, ফুটবল খেলতে গিয়ে তাদেরও নানা বিরোধিতার মধ্যে পড়তে হয়েছে। বিশেষ করে শর্টস ও টি শার্ট পরে খেলার জন্য। বাড়ির থেকে বাধা এসেছে। প্রতিবেশী, গ্রামবাসীদের টিটকিরি শুনতে হয়েছে। দূরে গিয়ে প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে বাধা এসেছে। তাও তারা খেলা ছাড়েননি। কারণ, অসম্ভব গরিব পরিবার থেকে উঠে আসা এই মেয়ে ফুটবলারদের কাছে মাঠ হলো মুক্তির জায়গা। খনিকটা খোলা হাওয়া গায়ে মেখে মুক্তির স্বাদ নেয়া। যেখানে নিয়মের, নিষেধের বেড়াজাল থাকবে না। যেখানে বলকে গোলের নিশানার মধ্যে ঢুকিয়ে আনন্দে লাফিয়ে ওঠা যাবে। হাড়েমজ্জায় পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার মধ্যে থাকা

মানুষগুলি তো এটা মানতে পারবে না। মেয়েরা খেলছে, সেটাও শর্টস পরে, পুরুষদের নিষেধ না মেনে, এতবড় অন্যায় তো আর হতে পারে না। ফলে সীমান্তের দুই পারে মনোভাবটা খুব আলাদা নয়। ফারাক একটাই। এই 'অপরাধের' জন্য মেয়েদের উপর প্রকাশ্য হামলা করে মারধর করা হয়নি, এটাই যা ফারাক। তবে প্রতি পদেই তো হেনস্থার শিকার হতে হয় মেয়েদের। কুস্তিগিরদের কথাই ধরুন। তারা ফেডারেশনের কর্তার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ করলেন। একজন নয়। একাধিক নারী কুস্তিগির। সাতজন তো পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। তার বাইরেও অনেকে আছেন, যারা লোকলজ্জার ভয়ে প্রকাশ্যে আসতে পারেননি। দিল্লির যন্তর মন্তরে তারা দু দফায় বিক্ষোভ দেখালেন। কারা এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন? অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমসে পদকপ্রাপ্ত কুস্তিগিররা। বজরঙ্গ পুনিয়া, সাক্ষী মালিক, বীনেশ ফোগত। কিন্তু অনেক লড়াই করেও বিজেপির সাংসদ ব্রিজভূষণ সিংকে ফেডারেশন কর্তার পদ থেকে সরাতে পারলেন না। তার বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। কিন্তু তারপর? সাক্ষীরা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন, এর থেকে অলিম্পিক বা এশিয়ান গেমসের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ। ভারতে মেয়ে ক্রীড়াবিদরা তো বারবার যৌন হেনস্তার অভিযোগ করে এসেছেন। বছর দুই আগে সাতজন নারী অ্যাথলেট কোচ নাগরাজনের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ করেছিলেন। তার মধ্যে একজনের বয়স মাত্র ১৩ বছর। নাগরাজন তাকেও ছাড়েনি। প্রতিবাদ করতে গেলেই হত্যা করার ভয় দেখাতেন। পরে অভিযোগ সামনে আসার পর এখন সে জেলে। কড়া পসকো আইন প্রয়োগ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। গতবছরই চিফ সাইক্লিং কোচ আর কে শর্মাকে বরখাস্ত করে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা সাই। কারণ, অভিযোগ ছিল, স্লোভানিয়ায় গিয়ে সে একজন নারী সাইক্লিস্টকে হোটেলে এক ঘরে থাকতে বাধ্য করেছিল। এমনকী ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্সার মেরি কমও যৌন নিগ্রহের হাত থেকে রেহাই পাননি। তিনি জানিয়েছিলেন, প্রথমে মণিপুরে, তারপর দিল্লি ও হিসারে তাকে যৌন নিগ্রহের মুখে পড়তে হয়েছিল। ভারতের নারী ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক সোনা চৌধুরী একটা বই লিখেছেন। গেম ইন দ্য গেম। সেখানে তিনি বলেছেন, ফেডারেশনের কর্তারা কীভাবে যৌন ও মানসিক অত্যাচার চালাতেন। এই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে কিছু নারী ফুটবলার নিজেদের মধ্যে লেসবিয়ানের মতো ব্যবহার পর্যন্ত করতেন। খারাপ ব্যবহার করার জন্য ভারতের মেয়েদের ১৭ বছরের কম বয়সীদের ফুটবল প্রতিযোগিতা চলার সময় নরওয়ে থেকে সহকারী কোচকে সাসপেন্ড করে ডেকে পাঠানো হয়। আর কত উদাহরণ দেব। আসলে এই উপমহাদেশের পুরুষরা তো মেয়েদের শরীরের বাইরে আর কিছু ভাবতে পারে না।

শুধু জায়গা বদলে যায়, বদলায় না বিদ্বেষের কাহিনি

মণিপুরে এটাই বাস্তবতা। মেইতেই ও কুকিদের এলাকার ছবিটা এক। সেই আগুন, প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষের ছবি।

ইম্ফলের মধ্যে কিছুটা দূর পরপর রাস্তার পাশে পুলিশ মোতায়েন করা আছে, কোথাও বালির বস্তার পিছনে স্বসংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে তাদের দেখা যাবে। কিন্তু রাস্তায় ব্যারিকেড লাগিয়ে পুলিশ তল্লাশি করছে,

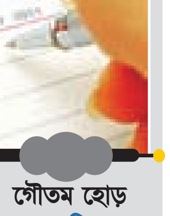

গৌতম হোড়
প্রাবন্ধিক

এই দৃশ্য খুব একটা চোখে পড়ে না। এই ছবিটা একেবারে বদলে গেল উপত্যকা ছাড়িয়ে পাহাড়ে উঠতেই।

আমাদের গন্তব্য, ভারত-মিয়ানমার সীমান্তের শহর মোরে। পাহাড় শুরু হতেই দেখা গেল আসাম রাইফেলসের তৎপরতা। পাহাড়ে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব তাদের। পাহাড়ি এলাকায় ঢোকার পরেই চোখে পড়লো পরপর কয়েকটা সাঁজোয়া যান। তার পাশে আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। গাড়ি থামিয়ে প্রথম নির্দেশ, ''ক্যামেরা বন্ধ করুন। আমাদের ছবি তুলবেন না।'' পরিচয়পত্র দেখে তারপর ছাড় পাওয়া গেল।

পাহাড়ে উঠতেই দৃশ্যপট আরো সুন্দর হয়েছে। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি পড়ছে। দুপাশে ঘন সবুজ জঙ্গল। গরম থেকে ধীরে ধীরে একটু ঠান্ডা লাগছে। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে খরস্রোতা নদী বইছে। কোথাও বৃষ্টির জল নেমে আসছে রাস্তায়। তারমধ্যেই একজায়গায় অনেকখানি রাস্তাজুড়ে বাঙ্কার। সবই আছে শুধু মানুষ নেই। মানুষের দেখা পাওয়া গেল একটু পরে।

এভাবে গোটা দুই তিন চেট পোস্ট পার হওয়ার পর এবার গাড়ি থামলো তেঙ্গউপলে একটু বড় চেক পোস্টে।এখানে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর সব লেখাতে হবে। সেখান থেকে বার্তা গেল ওপরমহলে। ডিডাব্লিউর সাংবাদিকরা মোরে যেতে চান। আধঘণ্টা পরে অনুমতি পাওয়া গেল। একটু এগোতেই এবার কুকি মেয়েদের চেক পোস্ট। অন্তত শ'দেড়েক নারী বসে আছেন মাঝরাস্তায় চেয়ার পেতে। বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা মাথায় দিয়েও তারা ভিজছেন। কিন্তু রাস্তা থেকে নড়ছেন না। তাদের কাছাকাছি আরও অন্তত একশজন নারী বসে আছেন। তাদের ফাঁকি দিয়ে কেউ এখান থেকে যেতে পারবেন না।

মনে পড়ে গেল, চূড়াচাঁদপুর যাওয়ার রাস্তায় ঠিক এইভাবেই মেইতেই মেয়েদের রাস্তার পাশে বসে থাকতে দেখেছি। প্রতিটি গাড়ির দিকে তারা কড়া নজর রাখছেন।

কেন এই নজরদারি? মেইতেই ও কুকিরা ঠিক একই যুক্তি দেন। অন্যপক্ষ যাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে না পারে, অন্যপক্ষের কেউ যাতে তাদের এলাকায় ঢুকতে না পারে, সেজন্যই এই নজরদারি। ঠিক সময়ে এই নারীদের কাছে চলে আসে সকালের জলখাবার, মধ্যাহ্নভোজ, চানাস্তা এবং নৈশভোজও। ডিউটি ভাগ করা আছে। পুরো ২৪ ঘণ্টাই তারা নজর রাখেন পরিস্থিতির উপর। এটাই এখন তাদের সবচেয়ে বড় কাজ।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, কোনো কুকি ড্রাইভার উপত্যকায় যেতে পারেন না, কোনো মেইতেই চালক পাহাড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না। একমাত্র মুসলিম চালকরাই দুই জায়গায় যেতে পারেন। ইম্ফলে থাকা মুসলিম চালকরা গাড়ি নিয়ে গেলে কুকিরাও কিছু বলেন না। আবার পাহাড় থেকে মুসলিম চালকের গাড়ি দেখলে মেইতেইরা উত্তেজিত হন না। দুই পক্ষের কাছেই মুসলিমরা নিরাপদ। তারা কোনো পক্ষই নেননি। যেমন নেননি নাগাসহ অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা। আমরা ফেরার পথে দেখেছিলাম, একটা গ্রামের বাইরে বড় করে ব্যানার লাগানো।

তাতে লেখা 'এটা নাগাদের গ্রাম'। নাগারাও কোনো পক্ষ নেননি। কেউ য়াতে ভুল করে আক্রমণ না করে বসে, তার জন্য এই আগাম সতর্কতা।

মণিপুরে যেখানেই যান না কেন, মেইতেই ও কুকি এই দুই তরফের অবিশ্বাস ও সন্দেহের ঘেরাটোপ আপনাকে তাড়া করে বেড়াবে। দুপক্ষের অভিযোগ একই। তেঙ্গউপলে কুকি স্টুডেন্টস অ্যায়োসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট থাংবোই বলছিলেন, ''আক্রমণ তো আগে শুরু করেন মেইতেইরা। আপনারা ইম্ফলে কুকিদের জ্বালিয়ে দেয়া ঘর দেখেছেন? সংঘর্ষে তো সবচেয়ে বেশি কুকি মারা গেছেন। আমরা আর কিছু চাই না। আমরা চাই আলাদা প্রশাসন। পাহাড়ের জন্য, কুকি জোদের জন্য।''

আলাদা প্রশাসন মানে কি? আলাদা রাজ্য? থাংবোইয়ের জবাব, ''সেটা তো সরকার ঠিক করবে। এটুকু বলতে পারি, সেই প্রশাসন আলাদা থাকবে। সেখানে মণিপুর পুলিশ থাকবে না। ওদের কম্যান্ডো থাকবে না।''

মেইতেই এলাকায় কুকিদের এবং কুকি এলাকায় মেইতেইদের প্রবেশ নিষেধ। পুলিশ, প্রশাসন, অন্য যে কোনো পদের ক্ষেত্রে এই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা তো এখন থেকেই জারি করা আছে।

মোরে শহরের একটু আগে আসাম রাইফেলসের সবচেয়ে বড় চেকপোস্ট। এবার সেখানে গাড়ি থামিয়ে রাখা হলো এক ঘণ্টার মতো। তারপর অবশেষে ছাড়পত্র মিললো। বলা হলো, শহরের ভিতরে সেনার যে অফিসার আছেন তার কাছে আগে যেতে হবে। তিনি দুইটি কথা বললেন। জওয়ানদের ছবি তুলবেন না। সীমান্তে যাওয়া চলবে না। বাকি আপনারা ঘুরে দেখুন।

মোরে এমনিতে প্রাণবন্ত, জমজমাট একটা ছোট শহর। কিন্তু এই সংঘাতের পর দেখে মনে হচ্ছিল পুরো একটা মৃত নগরী। প্রধান বাজার এলাকায় চারপাশে পোড়া বাড়ির সারি। কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই সেখানে। সবকিছু পুড়ে খাক হয়ে গেছে। পুড়ে গেছে দোকানপাট সব। তবে বেছে বেছে দোকান ও বাড়িতে আগুন ধরানো হয়েছে। একটা স্টুডিওর লোহার গেট ভাঙা। ভিতরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। পুড়ে গেছে হার্ড ডিস্ক। প্রচুর আধপোড়া আধার কার্ড ছড়িয়ে। ভাঙা কম্পিউটার পড়ে আছে একদিকে।

রাস্তায় কাঁটাতারের বেড়া। মাঝখানে একটা গাড়ি যাওয়ার মতো জায়গা ফাঁকা রাখা রয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সামনে পুলিশের একটি গাড়িতে অন্তত গোটা দশেক বুলেটের চিহ্ন। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। আর ঘুরছে কয়েকটা কুকুর বেড়াল। একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আসাম রাউফেলসের সুবেদার। জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত? জবাব এলো, কার্ফিউ আছে বলে বুঝতে পারছেন না। কেউ বেরোতে পারছে না। নাহলে দেখতেন, উত্তেজনা কমেনি। বরং বেড়ে থাকতে পারে।

কথাটা নিখাদ সত্যি। একটু পরে মোরেতে কুকিদের নারী শাখার প্রধান আনচিনের কথা থেকেই বেরিয়ে এলো সেই উত্তেজনা। তিনি বলছিলেন, ''আমরা আর কিছুতেই এই প্রশাসন মানব না। এই পুলিশকে মানব না। এটা আমাদের জায়গা। তাহলে আমাদের জন্য কেন আলাদা প্রশাসন থাকবে না। এটা আমাদের অধিকার। তাহলে ভারতে আমরা কেন আমাদের অধিকার পাব না? কেন আমাদের মণিপুরের মধ্যে থাকতে হবে? মণিপুরের থেকে আমরা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হতে চাই। ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখব না। আমাদের জমিতে আমাদের এই অধিকার না দিলে আমরা থামব না।''

বোঝা যাচ্ছিল, আসাম রাইফেলসের সুবেদার ভুল কিছু বলেননি। উত্তেজনা কম হওয়া দূরস্থান, বরং বেড়েছে।

মোরেতে ঘুরলেই দেখতে পাবেন, অনেক মোটরবাইক, স্কুটিতে নাম্বারপ্লেট নেই। সেগুলি যে কোম্পানির তা ভারতের অন্য জায়গায় দেখবেন না। কেন এরকম নম্বরহীন বাইক থাকবে? জবাবটা দিলেন আমাদের গাড়ির চালক আরিফ। পাশেই মিয়ানমার। সেখানে ভারতীয় নম্বর প্লেটের যান চলবে না। তাই নাম্বারপ্লেটই নেই। তাহলে ঝামেলাও নেই। মিয়ানমারেও এই দ্বিচক্রযান চালাতে কোনো অসুবিধা হবে না। আর অধিকাংশ বাইক, স্কুটিও মিয়ানমারে তৈরি। ফলে অবাধ যাতায়াতের একটা গল্প এখানে ভালোভাবেই থাকছে।

ইম্ফলে অনেকবার এই অভিযোগ শুনেছি, কুকিদের সমর্থনে মিয়ানমার পেরিয়ে প্রচুর মানুষ আসছেন। আর আসছে মাদক।

প্রশাসনে থাকা অফিসাররাও জানিয়েছেন, মাদকের রুট হলো মিয়ানমার থেকে সীমান্ত পেরিয়ে পাহাড় থেকে উপত্যকায় নেমে ইম্ফল হয়ে আসাম। তারপর একটা অংশ চলে যায় বাংলাদেশে। অন্যটা দিল্লি হয়ে ভারতের অন্য জায়গায়।

মনে পড়লো ইম্ফলের এক আইএএস অফিসার বলছিলেন, গোয়েন্দারা আগে থেকে তথ্য না দিলে মাদক ধরা খুব শক্ত। কারণ, একটা ছোট সাবানের বাক্সে কয়েকশ কোটি টাকার মাদক এঁটে যায়। সব গাড়ি সার্চ করাও তো সম্ভব নয়। তাই আমরা নির্দিষ্ট তথ্য থাকলে সার্চ করি। কিন্তু মুশকিল হলো, আমরা তথ্যই পাই না।'' এই সংঘাতের পিছনে কি মাদকের ভূমিকা আছে? দুপক্ষই তো একে অপরের দিকে এই অভিযোগ করছে। কথাটা শুনে তিনি শুধু হাসলেন। কিছুই বললেন না।

মেইতেইদের সঙ্গে কথা বলুন, উঠে আসবে অনুপ্রবেশের অভিযোগ, মাদকের কাহিনি। কুকিদের সঙ্গে কথা বলুন, একই অভিযোগ শুনবেন। মাদকের অভিযোগ। আর শুনবেন আসাম রাইফেলসের বিরুদ্ধে মেইতেইদের অভিযোগ এবং মণিপুরের পুলিশ ও কম্যান্ডোদের নিয়ে কুকিদের অভিয়োগ। সে প্রসঙ্গ পরের পর্বে।

শেষ করার আগে একটা তথ্য দেয়ার আছে। মোরেতে আমরা যেমন মেইতেইদের পোড়া বাড়ি দেখেছি। তেমনই দেখেছি কুকিদের ত্রাণশিবির। মেইতেই এলাকা থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন শিবিরে থাকা মানুষরা। বলেছিলাম না, সেই একই ছবি দুই জায়গায়। শুধু মানুষগুলো বদলে যায়। থেকে যায় একই অত্যাচারের কাহিনি, একই ক্ষোভ, একই অবিশ্বাস, ষড়যন্ত্রের গল্প।

সাময়িকী

জার্মানিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনা

রুশ গোয়েন্দাদের তথ্য দেওয়ার অভিযোগে বুধবার জার্মান সেনাবাহিনীর সদস্য টোমাস এইচ.কে গ্রেপ্তার করা হয়।

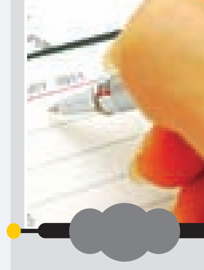

রোমা
কলামিস্ট

চরম ডানপন্থি এএফডি দলের প্রতি তার সহানুভূতির কথা আগে থেকেই জানতেন তার সহকর্মীরা। এই দলের একটি অংশ ইউক্রেনকে ন্যাটোর সহায়তার বিষয়ে কট্টর সমালোচক। এর আগে ২০২২ সালের শেষদিকে টোমাস এইচএর মতোই আরেকটি ঘটনা আলোড়ন তুলেছিল। জার্মানির বিদেশ বিষয়ক গোয়েন্দা সংস্থা বিএনডির একটি ইউনিটের প্রধান কার্স্টেন এল.কে রুশ গোয়েন্দা সংস্থা এফএসবির হয়ে ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পশ্চিমা বিশ্ব ইউক্রেনকে যে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়েছে সেগুলো কোথায় বসানো হয়েছে সে তথ্য জানতে আগ্রহী ছিল এফএসবি। তবে কার্স্টেন এল. এর এমন তথ্য জানার সুযোগ ছিল কিনা তা নিশ্চিত নয়। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে এখন তার বিচার চলছে।

মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আনশ্লাগ ঃ ১৯৮০র দশকে রাশিয়ার দুজন এজেন্ট আন্দ্রেয়াস ও হাইড্রুন আনশ্লাগ নাম নিয়ে জার্মানিতে মধ্যবিত্ত জীবনযাপন করেন। এর মধ্যে স্বামী প্রকৌশলী ও স্ত্রী গৃহিনীর পরিচয় ধারণ করে ছিলেন। তারা প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পরে রাশিয়ার কাছে ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্কে তথ্য পাঠান। এনক্রিপ্টেড রেডিও মেসেজের মাধ্যমে তারা নির্দেশনা পেতেন। ২০১১ সালে তাদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যায়। সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য তাদের ধরতে সহায়তা করেছে। ২০১৩ সালে তাদের কয়েকবছরের জেল দেয়া হয়। পরে তাদের রাশিয়া পাঠিয়ে দেয়া হয়।

গাব্রিয়েল গাস্ট ঃ পূর্ব জার্মানির গোয়ন্দা সংস্থা স্টাসিপশ্চিম জার্মানিতে সম্ভবত ১২ হাজার এজেন্ট নিয়োগ দিয়েছিল। এদের একজন গাব্রিয়েল গাস্ট। পশ্চিম জার্মানির বাসিন্দা গাস্ট পূর্ব জার্মানিতে গবেষণা করতে গেলে ১৯৬৮ সালে তাকে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেন স্টাসির এক কর্মকর্তা। সেই থেকে তিনি পূর্ব জার্মানির গোয়েন্দাদের তথ্য দিয়ে এসেছেন। একইসঙ্গে তিনি ভুয়া নাম নিয়ে পশ্চিম জার্মানির গোয়েন্দা সংস্থা বিএনডিতেও কাজ করেন। ১৯৮৯ সালে দুই জার্মানির পুনরেকত্রীকরণের কিছুদিন আগে তিনি ধরা পড়েছিলেন।

হাইনৎস ফেলফে ঃ বিএনডির 'কাউন্টারইন্টেলিজেন্স সোভিয়েত ইউনিয়ন' ইউনিটের প্রধান হিসেবেঅনেকদিন কাজ করেছেন ফেলফে। তিনিও একজন ডাবল এজেন্ট ছিলেন। তিনি হিটলারের পুলিশ বাহিনী এসএসএরও সদস্য ছিলেন। তিনি কেজিবি, ব্রিটিশ এমআইসিক্স ছাড়াও আরো কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করেছেন বলে ধারণা করা হয়।

গ্যুন্টার গিওম ঃ শীতল যুদ্ধ চলার সময় জার্মানির সবচেয়ে আলোচিত গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনা ছিল সম্ভবত গ্যুন্টার গিওমের মামলা। পূর্ব জার্মানির শরণার্থীর বেশ ধরে ১৯৫৬ সালে পশ্চিম জার্মানিতে গিয়েছিলেন তিনি ও তার স্ত্রী ক্রিস্টেল। তার দায়িত্ব ছিল এসপিডি দলের ভেতরের খবর স্টাসিকে দেয়া। এক পর্যায়ে এসপিডি ক্ষমতায় গেলে গিওম চ্যান্সেলর ভিলি ব্রান্টের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। এরপর গিওমের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেলে ১৯৭৪ সালের ৬ মে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ব্রান্ট। গিওমকে ১৩ বছরের ও তার স্ত্রীকে আট বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। তবে ১৯৮১ সালে এজেন্ট বিনিময়ের আওতায় তারা ছাড়া পেয়েছিলেন।

এলি বারকসাটিস ও কার্ল লাওরেনৎস ঃ বার্লিন প্রাচীর পতনের পর স্টাসির অনেক গোয়েন্দার খবর জানা যায়। তবে পূর্ব জার্মানিতে কাজ করা পশ্চিম জার্মানির এজেন্টদের কথা খুব বেশি জানা যায়নি। তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রম বারকসাটিস ও লাওরেনৎস। ১৯৫০ এর দশকে পূর্ব জার্মানির প্রধানমন্ত্রী অটো গ্রোটেভলের চিফ সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেন বারকসাটিস। সেই সময় তিনি সরকারের কিছু নথি তার ভালোবাসার মানুষ লাওরেনৎসকে দিয়েছিলেন। লাওরেনৎস সেসব নথি পশ্চিম জার্মানির কর্তৃপক্ষকে দিয়েছিলেন। ধরা পড়ার পর বারকসাটিস ও লাওরেনৎসকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ১৯৫৫ সালে গিলোটিনে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

জানা অজানা

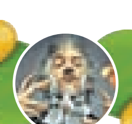

টেলিগ্রাম অ্যাপের স্থগিতাদেশ তুলে নিলো ইরাক

জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপের ক্ষেত্রে এক সপ্তাহব্যাপী স্থগিতাদেশ দিয়েছিলো ইরাক। রোববার সেই স্থগিতাদেশ তুলে নেয়া হলো।

এই পদক্ষেপের ফলে ইরানপন্থি দলগুলোর সমালোচনার মুখে পড়েছিলো ইরাক। রোববার সকাল থেকে অ্যাপটি ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন) ছাড়াই ব্যবহার করা যাচ্ছে। বাগদাদের এএফপি বার্তাসংস্থার সাংবাদিকেরা এ কথা জানিয়েছেন। ইরাকের যোগাযোগ মন্ত্রণালয় শনিবার সন্ধ্যায় ঘোষণা করে, রোববার থেকে টেলিগ্রামের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে। টেলিগ্রাম ইরাকে খুবই জনপ্রিয়। চলতি বছরের জানুয়ারিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, ইরাকের চার কোটি ৩৩ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে এক কোটি ৬০ লাখ নাগরিক টেলিগ্রাম ব্যবহার করেন। বিশেষ করে সশস্ত্র উপদল এবং ইরানপন্থি রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীগুলোর কাছে টেলিগ্রাম হলো অন্যতম প্রচারের মাধ্যম। সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট একসময়ের ইরাকের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। সেই গোষ্ঠী এবং ইরাকের প্রতিবেশী দেশে সিরিয়ার অনেকেই টেলিগ্রাম ব্যবহার করেন। ইরানপন্থি শিয়া মুসলিম দলগুলোর একটি জোট ইরাকের পার্লামেন্টেরয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আলসুদানীকে সমর্থন করেছিলো তারা। যখন এটি অ্যাপটি নিষিদ্ধ করা হয়, সরকার জানিয়েছিল, টেলিগ্রাম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত ডেটা ফাঁস করতে পারে, যা জাতীয় নিরাপত্তা এবং সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। নতুন বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় বলেছে, অ্যাপটির কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের ডেটা ফাঁস করে দেয়া ব্যক্তিদের শনাক্ত করেছে। তাদের সম্পূর্ণ 'অ্যাভেইলেবেলিটি' জানিয়ে কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী সাড়া দিয়েছে তারা। একটি ইরাকি টেলিগ্রাম চ্যানেলের সমালোচনা করেজানিয়েছিলো, স্থগিতাদেশটি বাকস্বাধীনতা বিরোধী। মন্ত্রণালয় যদিও বলেছে এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিরোধী নয়। তারা অ্যাপ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেছে যাতে, ব্যবহারকারীর ডেটাকে সম্মান করা হয়, আইনি সুরক্ষার দিকটিও মাথায় রাখা হয়।''

মার্কিন চাপ কতটা গভীর হবে তা নিয়ে দুই দলেই অস্থিরতা

বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে এখনো সরকার ও বিরোধী দল বিএনপি মুখোমুখি অবস্থানে আছে। কিন্তু দুই দলই বাংলাদেশ নিয়ে বাইরের বিশ্বের অবস্থান কড়া নজরে রাখছে। তাদের কথায় এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অন্যদিকে মার্কিন চাপ নির্বাচনের আগে আরো কতটা বাড়তে পারে এবং যে ব্যবস্থা নিয়েছে তার ফল কী হতে পারে তাও বিশ্লেষণে আছে। জানা গেছে বিএনপি ও তাদের সমমনারা বাইরের আরো সক্রিয় চাপ আশা করছে। বিশেষ করে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে তারা এখনো কথা না বলায় বিএনপির মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করছে। কারণ বিএনপি বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে না যাওয়ার কথা বলছে। তারা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চায়। অন্যদিকে বাইরের চাপ নিয়ে সরকারও অস্বস্তিতে আছে। বিশেষ করে ভিসা নীতি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সরকারকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে। কারণ ভিসা নীতি সরকারি কর্মকর্তা ও কিছু রাজনৈতিক নেতাকে বেশ ভাবাচ্ছে। আর যারা দেশের বাইরে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ পাচার করেছে তারাও আছেন আতঙ্কে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের কথায় সরকারের অস্বস্তি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি গত ১০ আগস্ট বলেছেন, আগামী নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা নতুন কোনো চুক্তি করব বলে মনে হয়না। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে আকসা (অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ক্রস সার্ভিসিং অ্যাগ্রিমেন্ট)' ও 'জিসমিয়া (জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট) নামে দুই চুক্তি সইয়ের ব্যাপারে অনেক দিন ধরেই আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। চলতি মাসেই ঢাকায় এনিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা সংলাপ হওয়ার কথা রয়েছে। এই দুইটি চুক্তি নির্বাচনের আগে হবেনা বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অন্যদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত ৫ আগস্ট নয়াপল্টনে এক সমাবেশে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী বলল বা যুক্তরাজ্য কী বলল অথবা ভারত কী বলল, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। জনগণ পরিষ্কার করে বলছে, সরকার বিদায় হওয়ার আর সময় নেই। এই সরকারকে যেতেই হবে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই দুইটি বক্তব্য থেকেই দুই বড় দলের অস্বস্তি বোঝা যাচ্ছে। কোনো দলই যুক্তরাষ্ট্র ও বিদেশিদের ভূমিকায় তারা যা চায় তা পুরোপুরি পাচ্ছেনা। তবে তাদের অবস্থান যাই হোক বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এখন বিদেশিদের ভূমিকাই আলোচনায়। ঢাকায় এখন রয়েছেন দুইজন মার্কিন কংগ্রেসম্যান। পররাষ্ট্র দপ্তর বলছে তারা কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের অবস্থা দেখতে এসেছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে তাদের মূল এজেন্ডা বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন। যে দুইজন কংগ্রেসম্যান ঢাকায় এসেছেন তারা হলেন, হাওয়াই থেকে নির্বাচিত ডেমোক্রেটিক পার্টির কংগ্রেস সদস্য এড কেইস ও জর্জিয়া থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান পার্টির কংগ্রেস সদস্য রিচার্ড ম্যাকরমিক। তারা ঢাকায় অবস্থানের সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন সংসদ সদস্য এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সঙ্গে তাদের যে বৈঠক হবে তা নিশ্চিত হওয়া গেছে।

পাঠকের চিঠি

বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছেন কিছু শিক্ষক

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষকরা স্কুলে হাজিরা দিয়ে নথিপত্র ঠিকঠাক রাখার দায়িত্ব পালন করে থাকেন, নিয়মিত প্রতি মাসে ছাত্রছাত্রীদের মিডডে মিলের পাওনা স্বরূপ সাবান, স্যানিটাইজার, চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি বিতরণ করে থাকেন । শুধু মাত্র শিক্ষা দান বাদ দিয়ে । অবশ্যই বিগত দুবছরে শিক্ষক সমাজের কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয়না কারণ তাঁরা বিগত দুবছর স্কুল না খুলে ছাত্রছাত্রীদের বিনা শিক্ষা দানেই হাজার হাজার টাকা মাইনে পেয়েছেন বাড়িতে বসেই । শিক্ষকরা চাইলেই প্রতিবাদ করে স্কুল খোলাতে পারতেন, কিন্তু কেনইবা করবেন তাঁরা বিনা খাটনিতে সমানে মাইনে পেয়েছেন, কেনইবা আঃেদালন করে তাঁরা আরামকে হারাম করবেন । সরকার যদি তাঁদের বেতনটা অর্ধেক করতেন স্কুল বন্ধ থাকার কারণ দেখিয়ে, তাহলে হয়তো শিক্ষক সমাজ করোনার ভয় না করে রাস্তায় নেমে মিছিল বের করতেন বেতন কাটার প্রতিবাদ জানিয়ে । কিন্তু স্কুল বন্ধ হওয়ায় তাঁদের কিছুই এসে যায়নি । যদিওবা কিছু শিক্ষক প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু গুটি কয়েকের প্রতিবাদে কিই বা এসে যায় । আর যাই হোক দু'বছরে সমাজ থেকে যেমন শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটেছে তেমনই শিক্ষক সমাজের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাসম্মান বোধটাও কমে গেছে । এককথায় বলা যেতে পারে বিগত দু বছরে সমাজ থেকে শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটনার পেছনে শিক্ষক সমাজের অবদান অনেক বেশিই । এছাড়াও লকডাউনে যেমন বাড়িতে বসে থেকে মাইনে গুনেছেন ঠিক তেমনই আবার অনেক শিক্ষক তাঁদের বাড়িতে বসে থাকার অসৎ ব্যবহারও করেছেন । সমাজের কিছু শিক্ষক যেমন শিক্ষাকে ভালোবেসে স্কুল বন্ধ থাকলেও নিজের এলাকার ছাত্রছাত্রীদের বিনা পারিশ্রমিকে টিউশন পড়িয়েছেন, গরীব দুঃস্থ মানুষদের অন্ন, কাপড়ের ব্যাবস্থা করেছেন । ঠিক তেমনই কিছু শিক্ষক বেকার ছেলে মেয়েদের সাথে পাল্লা দিয়ে সবেতনে টিউশনও পড়াচ্ছেন, কিছু শিক্ষক ব্যাবসা করছেন । খুঁজলে দেখা যাবে বহু শিক্ষক সমাজে এমনও আছে যাঁরা জমি সংক্রান্ত অফিস গুলোতে জমির রেজিস্ট্রি, জমির রেকর্ড করানোর দালালিও শুরু করেছেন । অবশ্যই যাঁরা ব্যাবসা করছেন তাঁরা নিজ স্বার্থে শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে ব্যাবসা করছেন অর্থাৎ শিক্ষক মহাশয় ব্যাবসা করলেও, ব্যাবসার রেজিস্ট্রেশন পরিবারের কোনো সদস্যের নামে করে রেখেছেন ও নির্ভয়ে ব্যাবসা করে চলেছেন । যাতে কোনো বেকার ছেলেমেয়ে তাঁর উপর কোনো আইনত অভিযোগ করতে না পারে । সমাজের বেকার ছেলেমেয়েদের ওই সমস্ত অসৎ অর্থ লোভী শিক্ষকদের সাথে তালমিলিয়ে নিজের রুজি রোজগারের পথকে ধরে রাখতে হচ্ছে । যার ফলে সমস্ত বেকার ছেলেমেয়েদের রুজি রোজগারে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে ওই সমস্ত অর্থ লোভী শিক্ষকদের জন্য । যেহেতু এই সব বিষয়ে কারো কাছে কোনো প্রমাণ থাকে না সেহেতু তারা ওই সকল শিক্ষকদের অত্যাচার সহ্য করেন । তাই ওই সমস্ত অর্থ লোভী, স্বার্থান্বেষী শিক্ষকদের উপর কি ব্যাবস্থা নেওয়া যেতে পারে । সমাজের যেসমস্ত বেকার ছেলেমেয়েরা যেসব অসৎ শিক্ষকদের জন্য দিন দিন আরো বেকার হচ্ছে, অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তাঁদের বিরুদ্ধে কিভাবে অভিযোগ করা যাবে । সরকার তাদের কিভাবে শাস্তি দেবে । এ বিষয়ে সরকার উপযুক্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা নিলে ভালো হয় । **মহম্মদ ওয়াশিম, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের

কংগ্রেসের মিত্র জোটে শুধুমাত্র কংগ্রেস রয়েছে, দিল্লিতে দেখাচ্ছে ১৩ টি দল

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করা রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানার পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও এক্ষেত্রে সরাসরি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী অশোক সিংহলের পৌরহিত্যে প্রকাশ করা ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত তালিকা এআইইউডিএফ মানে না। তাছাড়া যে কংগ্রেস সচরাচর সংখ্যালঘুদের স্বার্থে থাকার কথা দাবি করে সেই দলটি মুসলমানদের নয় দশটি বিধানসভা কেন্দ্র মুছে দেওয়ার পরেও সন্দেহ জনক ভাবে এক্ষেত্রে নীরব রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করা রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনে চূড়ান্ত তালিকায় ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। তবে একই সঙ্গে অরাজনৈতিক বিভিন্ন দল সংগঠনের নেতা সদস্য এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থানীয় এলাকাবাসী পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর কোথাও খুশিতে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করেছেন আবার কোথাও ক্ষোভ অসন্তোষ প্রতিবাদী কার্যসূচি পালনের মাধ্যমে এর বিপরীত স্থিতি নিয়েছেন। এবার এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। শনিবার বরপেটার কুয়াকুচিতে আয়োজিত এক কর্মীসভায় অংশ নিয়েছেন স্থানীয় সাংসদ সিরাজউদ্দিন আজমল এবং তিনি।

কর্মীসভার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন আসন হিসেবে আগে করিমগঞ্জ, বরপেটা, ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে দল। এবার বরপেটা লোকসভা কেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেছে। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করা ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পর করিমগঞ্জ, নগাঁও এবং ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র দখলের লড়াই অবতীর্ণ হবে এআইইউডিএফ। তবে আপত্তি এখানেই যে ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া নির্বাচন কমিশন করা উচিত ছিল। কিন্তু এটা প্রায় দেখা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এভাবে করে দেওয়া হয়েছে যাতে ভূমিপুত্রদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের দশটা এগারোটা আসন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আগে বেশি ছিল। ফলে পুনর্গঠন মুখ্যমন্ত্রী করা মানা যাবে না, একইভাবে মন্ত্রী অশোক সিংহলের কারসাজিও মানবে না দল। তিনি কে। সাংবিধানিক এই বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা নেই। কিন্তু জোর করে এসব চলছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন যে কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে বহু চিন্তা করে কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে ডিলিমিটেশনের ক্ষেত্রে নিরব রয়েছে দলটি। কিন্তু এআইইউডিএফ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গেছে। এবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ক্ষেত্রে অপেক্ষা করা হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই যে কংগ্রেস এক্ষেত্রে কোন ধরনের মন্তব্য করেনি। শুধুমাত্র কংগ্রেস নয়, অখিল গগৈ কিংবা লুরিনজ্যোতি গগৈ কোনো মন্তব্য করেননি। সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়াও এক্ষেত্রে নীরব রয়েছেন। এরা তাহলে কি ধরনের মুসলমানদের নেতা। এআইইউডিএফ কোনদিন বলেনি তারা মুসলমানদের নেতা। দলটি রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন তারা প্রত্যেকেই ভূমিপুত্র। যারা বর্তমান জন্ম নিয়েছেন তাদের তুলনায় বহু প্রজন্ম থেকে তারা ভূমিপুত্র বলে মন্তব্য করেন তিনি। আজমল বলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তিনটি কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এআইইউডিএফ। তবে পরিস্থিতির সাপেক্ষে এই সংখ্যা ভবিষ্যতে বাড়তে পারে। বর্তমান দিল্লির কংগ্রেসকে অর্থাৎ ইন্ডিয়াকে সমর্থন দেওয়া হয়েছে। অসমে কংগ্রেসকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত দল। কিন্তু কংগ্রেস তাদের বিজেপির এজেঃট বলে আখ্যা দিয়েছে। বিধায়ক আমিনুল ইসলামের ভাইরাল অডিও সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে তিনি বলেন এটা সম্পূর্ণ ভুয়া। তবে অন্যদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সর্বভারতীয় কংগ্রেসকে বিপথে পরিচালিত করছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মিত্র জোটে লুরিনজ্যোতি গগৈ থাকলেও নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি তিনি। বিধায়ক অখিল গগৈ রয়েছেন। তাছাড়া সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়াকে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ ঐক্যবদ্ধভাবে জয়ী করিয়েছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এআইইউডিএফ সভাপতি বলেন কংগ্রেসের মিত্র জোটে শুধুমাত্র কংগ্রেস রয়েছে। কিন্তু দিল্লিতে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এটাকে ১৩ টি দল বলে প্রদর্শন করছে। তিনি বলেন ডিলিমিটেশনের ফলে কংগ্রেসের বেশি লোকসান হয়েছে নাকি এআইইউডিএফ এর হয়েছে এটা প্রত্যেকে জানেন। যদি এক্ষেত্রে এআইইউডিএফ এর লোকসান হয়েছে তাহলে এর অর্থ কংগ্রেস এবং বিজেপি ঐক্যবদ্ধ ভাবে এটা করেছে। কারণ সব থেকে বেশি লোকশনের সম্মুখীন হয়েছেন এআইইউডিএফ বলে মন্তব্য করেছেন সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

পরেশ বড়ুয়াকে সাত দিন কিংবা দশ দিন অসমে থেকে যাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আমন্ত্রণের তোয়াক্কা না করে স্বাধীনতা দিবস বর্জনের আহ্বান আলফার

নিরাপত্তা রক্ষীদের রাজ্যজুড়ে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে অসমে ৭ দিন কিংবা দশ দিন থেকে যাওয়ার জন্য আলফার সেনাধ্যক্ষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছিলেন অসমের পরিস্থিতি বর্তমান পরিবর্তন হয়েছে। সেটা অসমে থেকে অনুধাবন করার জন্য পরেশ বড়ুয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই নিমন্ত্রণকে পাত্তাই দেয়নি আলফা। উল্টো চিরাচরিতভাবে ফের একবার স্বাধীনতা দিবস বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছে পরেশ বড়ুয়া নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম অর্থাৎ আলফা। প্রসঙ্গত গত ৯ আগস্ট পতঞ্জলির উদ্যোগে অসমে তৈল খেজুরের চাষের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা স্বার্থে তিনসুকিয়া জেলার চৈখোয়াঘাটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে আলফা সমস্যার ক্ষেত্রে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে সাত দিন কিংবা দশ দিন অসমে থেকে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আলফা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যবহারিক অসুবিধা রয়েছে। এর জন্য এখনও আলোচনা সম্ভব হয়নি। তবে সেটা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য এর আগেও চারদিন এসে অসমে কাটিয়ে যাওয়ার জন্য আলফা নেতা পরেশ বড়ুয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিমন্ত্রণের প্রতি কোনো ধরনের গুরুত্ব না দিয়ে শনিবার প্রচার মাধ্যমে পাঠানো জঙ্গি সংগঠনটির প্রচার বিভাগের সদস্য ক্যাপ্টেন রুমেল অসমের স্বাক্ষরিত একপ্রেস বিবৃতির মাধ্যমে আলফা ভারতের ৭৭ সংখ্যক ভুয়া স্বাধীনতা দিবস বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে। এক্ষেত্রে জারি করা এনএসপিএন, জিপিআরএন এবং আলফার যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ব্রিটিশ চলে গেছিল। কিন্তু অসম নাগাল্যান্ড সহ পশ্চিম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এলাকার জাতিগুলোর উপরে উপনিবেশিক শোষণ শাসনের চরিত্র এবং সমস্যাগুলো একই থেকে গেল। আজ পর্যন্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সম্পদের সদ্ব্যবহার, রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং ভাষিক পরিচয় ছাড়াও জাতীয় অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। বরং ভারতের শাসকরা সৃষ্টি করা প্রবজন স্থানীয় থলগিরিদের জনবিন্যাস অস্থির করে তুলেছে। এই ধরনের ভুয়া স্বাধীনতা সম্পূর্ণ পৃথক সত্তার অধিকারী পশ্চিম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের জাতিগুলোকে অস্তিত্বের দিক দিয়ে ৭৬ বছর সুরক্ষা দিতে পারেনি। এমন কি বর্তমানেও শাসকগোষ্ঠী এই অঞ্চলের সঙ্গে ঢাকা রাজনৈতিক সংঘাতকে তথাকথিত আইনশৃঙ্খলা জনিত সমস্যা বলে গণ্য করে নির্বিবাদে রাষ্ট্র সন্ত্রাস অব্যাহত রেখেছে। ফলে কৃত্রিম ভারত রাষ্ট্র অখন্ডতার নামে উদযাপন করা তথাকথিত স্বাধীনতা দিবস ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্বাধীন জাতিগুলোর থলগিরি জনসাধারণের জন্য কখনো আদর্শ হতে পারে না বলে বিবৃতিতে আলফা স্পষ্ট করে দিয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি জাতির লক্ষ্য নিজ জাতির পৃথক সম্মান অবাধে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই ঐতিহ্যমন্ডিত ভূখণ্ডে প্রতিটি সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র হিন্দি বলয়ের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর ভিত্তি করে। যেখানে থলগিরির আশা আকাঙ্ক্ষার কোনো মূল্য নেই। একমাত্র নির্বাচনী দাসত্বের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হিতাধিকারী সৃষ্টির মাধ্যমে থলগিরি জাতি জনগোষ্ঠীকে ঠকিয়ে পুতুল নাচ নাচাচ্ছে। মূল বিষয় এটাই যে প্রকল্প যতই মহৎ হোক ভারত রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী অগ্রাসনের থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এর পরিত্রাণ নেই। ফলে এই মুহূর্তে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আতমরক্ষা না করলে অসম নাগাল্যান্ড তথা পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চল ধলগিরির হাত থেকে চলে যাবে। ফলে প্রতিবছর ভারতের ভুয়া স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করার ক্ষেত্রে আলফা বিরোধিতা করে আসছে। এবারও অসম নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচলের প্রতিটি রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক জাতীয় দল সংগঠন তথা মুক্তি বাদী সাধারণ মানুষকে ভারত রাষ্ট্রের নির্ধারিত যেকোনো কার্যসূচী বর্জন করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। তাছাড়া উক্ত সময়ে প্রতিটি সরকারি বেসরকারি কার্যালয়, যে কোনো স্থান প্রত্যাখ্যান করার জন্য আহ্বান জানানো জানাচ্ছে আলফা। ভুয়া স্বাধীনতা দিবস বর্জনে আহবান এবং প্রতিবাদী কার্যসূচির অন্যতম হবে ১৫ আগস্ট রাত বারোটা থেকে বিকেল ছয়টা পর্যন্ত সর্বাত্মক বন্ধ। তবে এই বন্ধের সময়ে জরুরী কালীন বিভাগ গুলো, সংবাদ মাধ্যম এবং ধর্মীয় কাজকর্ম অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়নি বলে জানিয়েছে আলফা। এদিকে প্রতিবছর মতো চলতি বছরেও স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। বিশেষ করে রাজ্যের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকাগুলো চিহ্নিত করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরভাবে গড়ে তুলেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। আলফার স্বাধীনতা দিবস বর্জনের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা অধিক কঠোর হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া এক্ষেত্রে গোয়েন্দা বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে প্রত্যেক যানবাহন এবং সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। একই সঙ্গে মহানগরসহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় যানবাহনের ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলো।

পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে রাজ্যজুড়ে মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া, কোথাও খুশিতে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ আবার কোথাও ক্ষোভ অসন্তোষ প্রতিবাদী কার্যসূচি পালন

হেলদোল বিহীন গুয়াহাটি মহানগর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করা রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানার পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। রাজনৈতিক দলের নেতারা ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্য এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে আসছেন। তবে একই সঙ্গে অরাজনৈতিক বিভিন্ন দল সংগঠনের নেতা সদস্য এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থানীয় এলাকাবাসী পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর কোথাও কোথাও খুশিতে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করেছেন আবার কোথাও ক্ষোভ অসন্তোষ প্রতিবাদী কার্যসূচি পালনের মাধ্যমে এর বিপরীত স্থিতি নিয়েছেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে গুয়াহাটি মহানগরে স্থানীয় এলাকাবাসী কিংবা কোনো দল সংগঠন ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত তালিকা সংক্রান্তে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেয়নি। যেন মহানগরবাসীর এক্ষেত্রে কোনো হেলদোল নেই। এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া বিহীন গুয়াহাটি মহানগর।

প্রসঙ্গত নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করা রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে অসমের প্রতিটি এলাকায় সাধারণ মানুষকে হয় খুশি অথবা ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। কিন্তু গুয়াহাটি মহানগর একমাত্র স্থান যেখানে ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত তালিকা কোনো ধরনের প্রভাব ফেলতে পারেনি। রাজ্যের অন্যান্য এলাকার মত গুয়াহাটি মহানগরের বিধানসভা কেন্দ্র গুলোর নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের সীমানাও পরিবর্তন করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এরপরেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে মহানগরবাসী এক্ষেত্রে নিশ্চুপ রয়েছেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গতিতে ধাববান কংক্রিটের মহানগর গুয়াহাটির জন্য এইসব চিন্তা করার সময় নেই বলে স্থানীয় একাংশ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন। ফলে বিধানসভা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন নেই কারো মাথাব্যথা নেই। মহানগরের প্রতি জন ব্যক্তি নিজের জীবনের ব্যস্ততায় জড়িয়ে থাকার ফলে এই সংক্রান্তে চিন্তা ভাবনা করার সময় দিতে পারেন না বলেও স্থানীয় রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মতামত ব্যক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য দীর্ঘ সময়ের প্রতীক্ষার অন্তর অবশেষে রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এই তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পরেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক তৎপরতার সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি শাসক পক্ষ এই চূড়ান্ত তালিকার খোলাখুলিভাবে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের ব্যাপক আপত্তি এবং অসন্তোষ রয়েছে। পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা ঘিরে গতকাল থেকে শুরু হওয়া প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ধারা শনিবার অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যের কোনো এলাকায় ব্যাপক প্রতিবাদ এবং অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। কোথাও বাজি ফটকা পুড়িয়ে বিহু নৃত্য করে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করা হচ্ছে। আমগুড়িতে যদি সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ পালন করছেন অন্যদিকে টিহু, কাজিরাঙ্গার স্থানীয় এলাকাবাসী বিহু নৃত্য করে, বাজি ফটকা পুড়িয়ে আনন্দ উল্লাস প্রদর্শন করেছেন।

সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় পুনর্গঠনের এই প্রক্রিয়াকে অবশেষে স্বীকার করে নিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানার ক্ষেত্রে যেটা পুনর্গঠন হয়েছে সেই বিষয়ে এবার অযথা বিতর্ক করে লাভ নেই। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে স্টে দেয়নি অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে সেই হিসেবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি বর্তমান প্রস্তুতি নিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। সভাপতি ভূপেন কুমার বরা বলেন এটা নয় যে কংগ্রেস বিষয়টি আগে বুঝতে পারেনি বা জানতে পারেনি। সবকিছু জেনেশুনে কংগ্রেস নিজেদের প্রস্তুতি করে রেখেছে।। তবে বিরোধী দল হিসেবে এটা নৈতিক দায়িত্ব যে সাধারণ মানুষের আপত্তি নিয়ে সরব হওয়া। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ জনতা এই প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি করেছিল। সেই আপত্তি নির্বাচন কমিশনের সামনে তুলে ধরাটি কংগ্রেসের নৈতিক দায়িত্ব। এটাই করেছে কংগ্রেস। এরপর নির্বাচন কমিশন যেহেতু এক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে ফলে সেইভাবে চলার প্রতি প্রস্তুতি নিয়েছে দল। এখন আর এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে লাভ নেই বলে মন্তব্য করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ সংক্রান্ত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া ফের একবার বলেছেন এক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ এর আপত্তি থাকা স্বাভাবিক। যেখানে অসমীয়া ভূমিপুত্রদের সুরক্ষার কথা আসবে সেখানেই কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ এই দল দুটি নিজেদের আপত্তি এবং প্রতিবাদ জানাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। একইভাবে মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত তালিকা নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে। ফলে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এক্ষেত্রে আপত্তি এবং অসন্তোষের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যেকোনো ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে কিছুটা আপত্তি দেখা যায়। এমনকি কোন ব্যক্তির নিজস্ব পরিবারেও এই ধরনের ঘটনা ঘটে। কোনো সিদ্ধান্তর কাছে কারো কারো আপত্তি থাকে। ফলে এই প্রসঙ্গে আপত্তি অসন্তোষ প্রতিবাদ প্রদর্শন করে কোনো লাভ হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী অশোক সিংহল।

তবে নির্বাচন কমিশনের এই পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াকে সরাসরি ভাবে নাকচ করে দিয়েছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। এদিন যোরহাটে এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করা ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত তালিকা তিনি মানেন না বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন নির্বাচন কমিশনের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। যেকোনো দিন সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে রায়দান দেবে। এরপর নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা স্বাভাবিকভাবে নাকোচ হয়ে যাবে। ফলে নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করা ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত তালিকার কোন মূল্য নেই। এটা বিজেপির এক ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। সিপিআইএমের বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার একইভাবে এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা জানিয়েছেন। তাছাড়া এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্গত চূড়ান্ত তালিকার ক্ষেত্রেও আপত্তি জানান তিনি। বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার বলেন সম্পূর্ণ অসংবিধানিক ভাবে রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রগুলোর সীমানা তছনছ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এক্ষেত্রে বিজেপি সম্পূর্ণভাবে জড়িত বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন সিপিআইএমের বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার। এজেপির সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত তালিকার সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করে এই সংক্রান্ত নিজের আপত্তি প্রকাশ করেছেন

তিন সংস্করণ মিলিয়ে বাবরকে সেরা মনে করেন কোহলিও

নয়া দিল্লি (ওয়েবডেস্ক) ঃ পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজমকে তিন সংস্করণ মিলিয়ে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান বলেছেন ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি। বাবরের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখার গল্পও বলেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। সামনে এশিয়া কাপ, এরপর বিশ্বকাপ। এ দুই টুর্নামেন্টে ভারত পাকিস্তান ম্যাচকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তাপ বাড়ছে। এর মধ্যেই পাকিস্তান অধিনায়কের এমন প্রশংসা করলেন কোহলি। স্টার স্পোর্টসে এক সাক্ষাৎকারে বাবরের সঙ্গে প্রথম দেখার কথা কোহলি বলেছেন এভাবে, 'বাবরের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ২০১৯ (ওয়ানডে) বিশ্বকাপে, ম্যানচেস্টারের ম্যাচের পর। আমি ইমাদকে (ওয়াসিম) অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ থেকে চিনি, সে-ই বলেছিল, বাবর কথা বলতে চায়।' কোহলির সাক্ষাৎকারটি অবশ্য গত বছর নেওয়া। তবে সেটি প্রচার করা হয়েছে সম্প্রতি। সেখানে বাবরের প্রশংসা করে কোহলি বলেছেন, 'আমরা বসে খেলা নিয়ে আলাপ করেছি। তার মধ্যে অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখেছি প্রথম দিন থেকেই, সেটি বদলায়ওনি। এমনকি সে যে হয়তো সব সংস্করণ মিলিয়ে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান, এবং সেটা যৌক্তিকভাবেই, এরপরও।' বাবরের প্রশংসা কোহলি গত বছর করলেও তাঁর অবস্থান এখনো বদলানোর কথা নয়। এ মুহূর্তে আইসিসির ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে বাবর, তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮৮৬। অন্যদিকে ৭০৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে কোহলি। ওয়ানডেতে বাবর যেমন শীর্ষে, তেমনি টেস্টে ৪ নম্বরে তিনি। টি টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়েও তিনে আছেন বাবর। তিন সংস্করণেই শীর্ষ পাঁচে থাকা একমাত্র ব্যাটসম্যান পাকিস্তান অধিনায়কই। ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে প্রথম বাবরের বিপক্ষে খেলেছিলেন কোহলি। এখন পর্যন্ত একে অপরের মুখোমুখি হয়েছেন সাতবার। তাতে অবশ্য বাবরের ঠিক সেরা রূপটি দেখেননি কোহলি। এমন ৭টি ম্যাচে (৩টি ওয়ানডে, ৪টি টি টোয়েন্টি) বাবর ব্যাটিং করেছেন ৩২.৩৩ গড়ে। সামনে অন্তত আরও দুবার দুজনের দেখা হবে। এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বে ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি হবে আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ক্যান্ডিতে। দুই দলই সুপার ফোরে গেলে অবশ্য আরেকবার দেখা হবে তাঁদের। বিশ্বকাপে ভারত পাকিস্তানের ম্যাচটি ১৪ অক্টোবর, আহমেদাবাদে। প্রাথমিকভাবে ১৫ তারিখে হওয়ার কথা থাকলেও পরিবর্তিত সূচিতে এক দিন এগিয়ে আনা হয়েছে ম্যাচটি।

২০২১ সালের আগপর্যন্ত ওয়ানডে বা টি টোয়েন্টি কোনো বিশ্বকাপেই ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের জয় ছিল না। ২০২১ সালের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সে খরা কাটায় পাকিস্তান। দুবাইয়ে ১০ উইকেটে জেতা ম্যাচে বাবর ফিফটি করেছিলেন। তবে ২০২২ সালে সর্বশেষ দেখায় পাকিস্তানকে হারায় ভারত। মেলবোর্নের রোমাঞ্চকর সে ম্যাচে নায়ক ছিলেন কোহলি, খেলেছিলেন তাঁর টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা ইনিংস।

ইতালি কোচ মানচিনির পদত্যাগ

ইতালি ঃ দুঃসময়ে হাল ধরেছিলেন। তাঁর অধীনেই ইতালিয়ান ফুটবলে হয় পুনর্জাগরণ। ইতালিকে কাতার বিশ্বকাপে নিতে না পারলেও জেতান ২০২০ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা। টানা ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত থাকার বিশ্ব রেকর্ডটাও হয় তাঁর সময়েই। আগামী বছর জার্মানিতে অনুষ্ঠেয় ইউরোয় শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে যখন তাঁর ওপরই ভরসা রেখেছে ইতালি ফুটবল ফেডারেশন (এফআইজিসি), তখনই এল বড়সড় ধাক্কা।

আচমকা ইতালির প্রধান কোচের পদ ছেড়ে দিলেন রবার্তো মানচিনি। আজ এক বিবৃতিতে মানচিনির পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এফআইজিসি, 'ফেডারেশন ঘোষণা করছে যে রবার্তো মানচিনির পদত্যাগপত্র গতকাল সন্ধ্যায় গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালের মে মাসে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল, শেষ হলো ২০২৩ নেশনস লিগের চূড়ান্ত পর্ব দিয়ে। এর মধ্যে দিয়ে আজ্জুরিদের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য পাতা বন্ধ হয়ে গেল। ২০২০ ইউরো জয়ের পথে তিনি এমন একটি স্কোয়াড গড়ে তুলেছিলেন, যেটাকে সবাই নিজের দল মনে করতে পারতেন।'

২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি ছিল মানচিনির। পরবর্তী ইউরো শুরু হতে ১০ মাসের কম সময় বাকি। আগামী মাসেই ইউরো বাছাইয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আছে। এমন সময় দায়িত্ব ছাড়লেন ৫৮ বছর বয়সী কোচ। ফেডারেশন জানিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন কোচ নিয়োগ দেওয়া হবে।

ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যম 'ফুটবল ইতালিয়া' বলছে, মানচিনির স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন জুভেন্টাস কোচ মাসিমিলিয়ানো আলেগ্রি। তুরিনের ক্লাবটির সঙ্গে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে তাঁর। পারস্পরিক সমঝোতায় সেই চুক্তি বাতিল করে প্রথমবার জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে পারেন তিনি। আর 'স্কাই ইতালিয়া'র দাবি, মানচিনির জায়গায় ডাগআউটে দেখা যেতে পারে ২০০৬ বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক ফাবিও ক্যানাভারো অথবা তাঁর সতীর্থ দানিয়েলে দি রসিকে।

কদিন আগেই বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মানচিনিকে। জাতীয় দলের প্রধান কোচের পাশাপাশি যুব দলের সমন্বয়ক করা হয়েছিল তাঁকে। তরুণ প্রতিভা খুঁজে বের করে আনার এই পদের মধ্য দিয়ে তাঁর ক্ষমতার পরিধিও বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মানচিনি সবকিছু থেকেই সরে দাঁড়ালেন।

মানচিনি ঠিক কী কারণে পদত্যাগ করলেন, সে ব্যাপারে এখনো কিছু জানায়নি ইতালিয়ান ফেডারেশন। তবে 'ফুটবল ইতালিয়া'র দাবি, মাত্র ৭ মাসের ব্যবধানে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিনিসা মিহাইলোভিচ ও ইতালি দলের সহকর্মী জিয়ানলুকা ভিয়াল্লির মৃত্যুতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন মানচিনি। জাতীয় দলকে কোচিং করানোর পাশাপাশি প্রতিভা খুঁজে আনার মতো বিশাল দায়িত্ব হয়তো তাঁর কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতালিকে ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপের মূল পর্বে তুলতে ব্যর্থ হন সে সময়ের কোচ জিয়ান পিয়েরো ভেনতুরা। চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি দর্শক হয়ে বিশ্বকাপ দেখে ৬০ বছর পর। ব্যর্থতার দায়ে বরখাস্ত করা হয় ভেনতুরাকে। দেশটির ফুটবলে অবসরের হিড়িক পড়ে যায়। আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বলে দেন জিয়ানলুইজি বুফন (তিনি পরে অবসর ভেঙে ফিরেছিলেন), দি রসি, আন্দ্রেয়া বারজাল্লির মতো তারকারা।

দলের এমন দুঃসময়ে সাড়া দেন মানচিনি। তাঁর অধীনে পাঁচ বছরে ৬১ ম্যাচ খেলেছে ইতালি। জিতেছে ৩৯টি, ড্র করেছে ১৩টি, হেরেছে ৯টি। এ সময়ে ১৩০ গোল করার বিপরীতে তাঁর দল খেয়েছে ৪৯টি। ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০২১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত টানা ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত থেকে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে তাঁর দল।

কেইনের জন্য খারাপ লাগছে টুখেলের

প্যারিস ঃ টটেনহাম মূল দলে হ্যারি কেইনের ক্যারিয়ারটা ১৪ বছরের। আর ইংল্যান্ড দলে সেটা আট বছরের। এই সময়ে ব্যক্তিগত অর্জন কিন্তু কম নয় কেইনের। টটেনহাম ও ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতাও এই স্ট্রাইকার। কিন্তু এত কিছু পাওয়ার পরও কেইনের ক্যারিয়ারজুড়ে শিরোপা হাহাকার। এখন পর্যন্ত কখনো তাঁর শিরোপা উৎসব করা হয়নি। সর্বোচ্চ অর্জন চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ইউরোতে রানার্সআপ হওয়া। সেই আক্ষেপ ঘুচাতে এবারের দলবদলে টটেনহামকে বিদায় বলে কেইন গেছেন বায়ার্ন মিউনিখে। এমনকি যেদিন কেইনকে বায়ার্ন নিজেদের খেলোয়াড় ঘোষণা করেছে, সেদিনই কিন্তু তাঁর হাতে উঠতে পারত শিরোপা। সেটি হলে কী এক নাটকীয় ব্যাপার ই না হতো!

কিন্তু ফুটবল বিধাতা লিখে রেখেছিলেন ভিন্ন কিছু। জার্মান সুপার কাপের ফাইনালে আরবি লাইপজিগের কাছে তাঁর নতুন দল বায়ার্ন বিধ্বস্ত হলো ৩-০ গোলে। তাই শিরোপা উঁচিয়ে ধরার আক্ষেপটা শেষ পর্যন্ত থেকেই গেল কেইনের।

ম্যাচ শেষে শিরোপা জিততে না পারা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন বায়ার্ন কোচ টুখেল। জানিয়েছেন শিরোপা জিততে না পেরে কেইনের জন্যও তাঁর খারাপ লাগার কথা।

সাধারণত দলে যোগ দেওয়ার ১২ ঘণ্টার মধ্যে কোনো খেলোয়াড়কে মাঠে নেমে যেতে দেখা যায় না। কিন্তু কেইনকে শিরোপা জেতার উপলক্ষ দিতেই কি না গতকাল ম্যাচের ৬৪ মিনিটে মাঠে নামান টুখেল। অবশ্য কেইন নামার আগেই বায়ার্ন পিছিয়ে ২-০ গোলে। মাঠে নেমে আর তেমন কোনো প্রভাব রাখতে পারেননি এই স্ট্রাইকার। শেষ পর্যন্ত আরেকটি ফাইনালে হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাঁকে।

কেইনকে নিয়ে ম্যাচ শেষে টুখেল বলেছেন, 'ওর জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। আমরা মোমেন্টাম ধরে রাখতে পারিনি। আমরা ওর জন্য যথেষ্ট করতে পারিনি।'

কেইনের কাছ থেকে কেমন প্রত্যাশা, তা জানিয়ে টুখেল আরও বলেছেন, 'আমরা আশা করতে পারি না যে সে সুপারহিরো হবে। সে যেমন, তেমনই হোক। দারুণ মানুষ, শীর্ষ গোলদাতা এবং দারুণ ব্যক্তিত্ব। সে আমাদের অনেক সাহায্য করবে। তার আমাদের কাছ থেকে শেখার কিছু নেই। আমাদের তার কাছ থেকে শিখতে হবে।'

লিভারপুল কি এবার সেরা চারে থাকবে, কী বলছেন বোদ্ধারা

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ মাত্র চার বছর আগেও লিভারপুল ছিল ইউরোপীয় ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন। তিন বছর আগে হাতে তুলেছিল প্রিমিয়ার লিগ ট্রফিও। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল এখন উল্টোপথে। গত মৌসুমে লিগের সেরা চারে না থাকায় এ বছর চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলা হবে না লিভারপুলের। নেই ২০২৩-২৪ প্রিমিয়ার লিগের ফেবারিটের তালিকায়ও। অধিনায়ক জর্ডান হেন্ডারসনের পাশাপাশি ক্লাব ছেড়ে গেছেন ফাবিনিও, জেমস মিলনার আর রবার্তো ফিরমিনোরা। নতুন যুক্ত হয়েছেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, ডমিনিক সোবোসলাইরা। চলে যাওয়াদের না থাকা কতটা ভোগাবে আর নতুন আসারা কতটা অবদান রাখতে পারবেন, তার ওপর নির্ভর করছে লিভারপুলের এবারের মৌসুমের পারফরম্যান্স। প্রিমিয়ার লিগের ২০২৩-২৪ মৌসুমের সম্ভাব্য সেরা চার দল নিয়ে নানা মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ফুটবল বিশ্লেষকেরা। সাবেক ফুটবলার ও ধারাভাষ্যকারদের এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উঠে এসেছে লিভারপুল নিয়ে তাঁদের পর্যবেক্ষণ। আমি এই মুহূর্তে লিভারপুলের দিকে নজর রাখছি না। মনে হয় না তারা লিগ লড়াইয়ে সিটি বা আর্সেনালকে চ্যালেঞ্জ জানাতে যাচ্ছে। আমার দৃষ্টি ইউনাইটেডের দিকেও নেই। ইউনাইটেড, লিভারপুল আর চেলসি যদি সামনের কয়েক সপ্তাহের দলবদলে অলৌকিক কিছু না করে, তাহলে আর্সেনালই একমাত্র দল, যারা সিটির কাছাকাছি যেতে পারার মতো অন্তত এই মুহূর্তে এমনটাই মনে হচ্ছে। জেমি ক্যারাঘার, সাবেক লিভারপুল ডিফেন্ডার ও ফুটবল বিশ্লেষক ঃ আমার মনে হয় লিভারপুল সেরা চারে থাকবে। তারা শুরুতেই অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারকে ভিড়িয়েছে। গত মৌসুমটা তাদের ভয়ংকর কেটেছিল। অথচ এর মধ্যেও দুই তিন ম্যাচ বাকি থাকা অবস্থায় দলটি সেরা চারের লড়াইয়ে ছিল। যেটা আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি, বিশেষ করে মৌসুমের মাঝপথে খুব বাজে খেলার কারণে। এখন দেখার বিষয়, তারা যে মানের দল, সেখানে ফিরতে পারে কি না। সদ্য শেষ হওয়া মৌসুমে যেখানে ছিল, সেখানে পৌঁছানোও কঠিন হবে। এরপর আরও ২৫-৩০ পয়েঃট যোগ করতে হবে আগের জায়গায় ফেরার জন্য। লিভারপুল এবার এত বড় লাফ দিতে পারবে কি না, আমি নিশ্চিত নই। তবে আমি অবশ্যই মনে করি, তারা ম্যানচেস্টার সিটিকে তাড়া করে সেরাদের লড়াইয়ে থাকতে পারে। আমার মনে হয়, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবার উন্নতি করবে। আবার এটাও মনে করি, ইয়ুর্গেন ক্লপ গত মৌসুমে তাঁর দল যতটা খারাপ অবস্থায় ছিল, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে উদ্যমী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করবেন।আমার মনে হয়, এবারের মৌসুমটা জুনের প্রথম দিকে শুরু হলে ক্লপের ভালো লাগত।

লাইপজিগ থেকে লিভারপুলে যাচ্ছেন সোবোসলাই ঃ আমি লিভারপুলে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারকে দেখার অপেক্ষায় আছি। তবে জর্ডান হেন্ডারসনকে হারিয়ে ফেলাটা একটা ধাক্কা। আমার কাছে এখনো হেন্ডারসনই টিমলিস্টের ১ নম্বর নাম। লিভারপুলকে এখন তার শারীরিক উপস্থিতি, মাঝমাঠের গতিশীলতা, চাপ তৈরি করার সক্ষমতা আর ঝুঁকি টের পাওয়ার মতো বিষয়গুলো খুঁজে পেতে হবে। আমি আশা করছি, দলবদল বাজার শেষ হওয়ার আগে লিভারপুল আরও কিছু কেনাকাটা করবে। আর এবারের দলটি সেরা চারে ফিরবে বলেও মনে করি। কারণ, আক্রমণভাগে প্রতিভাবান ফুটবলারের সংযোজন আছে। লুইজ ডিয়াজকে ফিট হিসেবে ফিরে পাওয়াটা নতুন খেলোয়াড় পাওয়ার মতোই। রক্ষণভাগে তাদের আরও দৃঢ় হতে হবে। ঃ ড্যানি মারফি, সাবেক লিভারপুল মিডফিল্ডার

ক্রিস সাটন, সাবেক চেলসি স্ট্রাইকার ঃ গোল করাটা সমস্যা হবে না। কিন্তু রক্ষণভাগে দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে, যেটা গত মৌসুমেও ভুগিয়েছে। এ ক্ষেত্রে মূল পরিবর্তন দেখার আছে ভার্জিল ফন ডাইকে। সে কি তার পুরোনো ফর্মে ফিরতে পারবে? ২০২০ সালের অক্টোবরে পাওয়া হাঁটুর চোট থেকে সে পুরোপুরি সেরে উঠেছে কি না, আমি নিশ্চিত নই।

মার্টিন কিওন, সাবেক আর্সেনাল ডিফেন্ডার ও ফুটবল বিশ্লেষক

লিভারপুল হেরে গেলে খেলোয়াড়েরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে, এটা দেখার বিষয়। জেমস মিলনার, হেন্ডারসনরা ড্রেসিংরুমে থাকতে ওদের যে প্রভাব ছিল, সেটাকে আপনি ছোট করে দেখতে পারেন না। এরা ছিল ক্লপের প্রথমদিকের সুবিবেচিত কেনাকাটার মূল প্রভাবক। এমন দুজনকে দলবদল বাজারে হারিয়ে ফেলাটা লিভারপুলের জন্য চিন্তিত হওয়ার মতো।

লিভারপুলের মাঝমাঠের চেহারা পাল্টে গেছে। তারা এখন সিটি আর আর্সেনালের অনুকরণে মাঝমাঠের শূন্যতা পূরণে একজন ফুল ব্যাকের ব্যবহার করবে। এটা হয়তো কাজে লাগতে পারে। তবে পুরোনো লিভারপুলকেই পছন্দ আমার। বিরামহীন সামনের দিকে প্রেস করে যাওয়া, সৃষ্টিশীল ফুল ব্যাকের উপস্থিতি... এসব। যে বিষয়টা ওদের ওপরের দিকে তুলে নিয়েছে, সেটা থেকে বেরিয়ে আসায় আমি নার্ভাস।

মইজেস কাইসেদোকে নিয়ে লিভারপুল চেলসির টানাটানি

আমার মনে হয় লিভারপুলকে টপকে চেলসিই সেরা চারে ঢুকে যাবে। তবে লিভারপুল এবার ভালোভাবে দল সাজিয়েছে। হ্যাঁ, তারা কয়েকজনকে হারিয়ে ফেলেছ। তবে দলটির শক্তি হচ্ছে ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যেতে থাকে।

রবি স্যাভাজ, সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড মিডফিল্ডার

দলের ব্যর্থতায় ক্ষমাও চেয়েছিলেন ক্লপ

সিটিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো দল শুধু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আর আর্সেনাল। এই তিন দলের পর চতুর্থ হতে পারে লিভারপুল

রিও ফার্ডিনান্ড, সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ডিফেন্ডার

ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আর চেলসি সেরা চারে থাকবে। আর্সেনালকে এবার দ্বিতীয় নয়, শিরোপার জন্যই খেলতে হবে। সেরা চারে আমি লিভারপুল, টটেনহাম বা নিউক্যাসলকে দেখছি না।

নিজারে সেনা পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলো বাড়ছে উদ্বেগউৎকন্ঠা

নিজার (ওয়েবডেস্ক) ঃ নিজারের নতুন সামরিক শাসক ও পশ্চিম আফ্রিকার আঞ্চলিক ব্লকের মধ্যে উদ্বেগউৎকন্ঠা বাড়ছে। পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলো নিজারের ব্যর্থ গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দেয়ার পর এই উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।
ইকোওয়াস ব্লক বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, নিজারে সাংবিধানিক শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য একটি স্ট্যান্ডবাই বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মোহামেদ বাজুমকে তার পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বেঁধে দেয়া সময়সীমা শেষ হয়েছে রবিবার। এর পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইকোওয়াস ব্লক।
এর কয়েক ঘণ্টা আগে দুই জন পশ্চিমা কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা এপিকে জানান, নিজারের সামরিক জান্তা যুক্তরাষ্ট্রের এক শীর্ষ কূটনীতিককে জানিয়েছেন যে যদি প্রতিবেশী দেশগুলো তার শাসন পূনর্বহাল করার জন্য কোনো ধরনের সামরিক পদক্ষেপ নেয়, তাহলে তারা বাজুমকে হত্যা করবে।
ইকোওয়াসের কখন বা কোথায় তাদের বাহিনী মোতায়েন করবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। আর, বাজুমকে হত্যার যে হুমকি দেয়া হয়েছে, এই তথ্য ১৫ সদস্যের ব্লকের সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্তকে কীভাবে প্রভাবিত করবে তাও পরিষ্কার নয়। সংঘাত বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বাহিনীতে নাইজেরিয়ার নেতৃত্বে ৫ হাজার সেনা সদস্য থাকতে পারে। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই বাহিনীকে প্রস্তুত করা হতে পারে।
ইকোওয়াসের বৈঠক শেষে প্রতিবেশী দেশ আইভরি কোস্টের প্রেসিডেন্ট আলাসানে ওউত্তারা জানান, নাইজেরিয়া ও বেনিনের পাশাপাশি তার দেশও এই সামরিক অভিযানে অংশ নেবে।
রাজধানী নিয়ামের বাসিন্দারা শুক্রবার জানান, ইকোওয়াস বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত নয় এবং তাদের এখানে হস্তক্ষেপ করা উচিৎ হবে না। আচিরৌ হারোউনা আলবাসি নামে এক বাসিন্দা বলেন, এটা আমাদের বিষয়, তাদের নয়। এমন কী তারা এটাও জানেন না যে কেনো নিজারে অভ্যুত্থান হয়েছে। তিনি বলেন, বাজুম জনগণের ইচ্ছের প্রতি সম্মান জানাননি। শুক্রবার শত শত মানুষ নিয়ামেতে ফরাসি সামরিক ঘাঁটির দিকে রুশ পতাকা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে যায় এবং তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, ফ্রান্স নিপাত যাক। তাদের অনেকেই তরুণ এদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। তারা স্লোগান দিচ্ছিলো, ফরাসিদের চলে যাওয়া উচিৎ।
বাজুমের জীবনের ওপর হুমকি আসায়, ইকোওয়াসের সামরিক পদক্ষেপের সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন আসবে কী না, তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, হয়তো তারা বিরতি নেবেন বা সংশ্লিষ্টদের আলোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করবেন। তবে পরিস্থিতি এখনো অনুমানের বাইরে রয়ে গেছে।

নতুন জঙ্গি সংগঠন 'ইমাম মাহমুদের কাফেলা'র ১০ সদস্য আটক

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ার দুর্গম এলাকায় অভিযান চালিয়ে নবগঠিত জঙ্গি সংগঠন 'ইমাম মাহমুদের কাফেলা'র ১০ সদস্যকে আটক করেছেন কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের সদস্যরা। শনিবার (১২ আগস্ট) উপজেলার পূর্ব টাট্রিউলি গ্রামে জঙ্গিদের আস্তানায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এ ছাড়া আস্তানা থেকে তিন শিশুকে উদ্ধার করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার শরিফুল ইসলাম (৪০), তার স্ত্রী আমিনা বেগম (৪০), তাদের ২০ বছরের মেয়ে হাবিবা বিনতে শরিফুল কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার হাফিজ উল্লাহ (২৫) নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা উপজেলার খায়রুল ইসলাম (২২) ও তার স্ত্রী মেঘনা (২২) সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার রফিউল ইসলাম (২২) পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার আব্দুস সাত্তারের স্ত্রী শাপলা বেগম (২২) নাটোরের সোহেল তানজিম রানার স্ত্রী মাইশা ইসলাম (২০) এবং বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার সুমন মিয়ার স্ত্রী সানজিদা খাতুন (১৮)।
অভিযানের পর শনিবার বেলা ১১টার দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে সিটিটিসি ইউনিটের প্রধান ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার মো. আসাদুজ্জামান বলেন, চার পুরুষ ও ছয় নারীকে আটক করা হয়েছে। গোপন আস্তানা থেকে তিন শিশুকে উদ্ধার করেছে সিটিটিসি সদস্যরা।
সিটিটিসি প্রধান বলেন, আটক ব্যক্তিরা নবগঠিত জঙ্গি সংগঠন 'ইমাম মাহমুদের কাফেলা'র সদস্য। গোপন আস্তানা থেকে আড়াই কেজি বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ, ৫০টি বিস্ফোরক, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, যুদ্ধের বুট, জঙ্গিবাদী বই, স্থানীয়ভাবে তৈরি ধারালো অস্ত্র, নগদ ৩ লাখ ৬১ হাজার টাকা ও অলংকার জব্দ করা হয়েছে।
অতিরিক্ত কমিশনার মো. আসাদুজ্জামান জানান, পুলিশের কাছে তথ্য ছিলো, একটি জঙ্গি সংগঠন, একটি পাহাড়ে আস্তানা তৈরি করে নতুন করে সদস্য সংগ্রহ করে সংগঠিত হচ্ছে। আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে জঙ্গি সংগঠনের মূল পরিকল্পনাকারীর নাম জানতে পেরেছেন বলে জানান তিনি।
এর আগে, শুক্রবার (১১ আগস্ট) রাতে মৌলভী বাজার জেলা পুলিশের সহায়তায় ভবনটি ঘেরাও করেন সিটিটিসি সদস্যরা। পরে, শনিবার (১২ আগস্ট) সকালে আস্তানায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহিবুল ইসলাম জানান, আটক সন্দেহভাজন জঙ্গিরা অন্য জেলার বাসিন্দা এবং তারা গত দুই মাস ধরে পাহাড়ি এলাকায় বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন।

চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানো জরুরি ঃ মির্জা ফখরুল

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শনিবার (১২ আগস্ট) বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রয়াত ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর কবরে ফাতেহা পাঠ শেষে সাংবাদিকদের ফখরুল তার উদ্বেগের কথা জানান। মির্জা ফখরুল জানান, চিকিৎসকরা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত বিদেশে পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছেন।আমি গতকাল (শুক্রবার) এভারকেয়ার হাসপাতালে ছিলাম। মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যগত অবস্থা নিয়ে খুবই চিন্তিত। উন্নত চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে তাকে বিদেশে পাঠানো না হলে তার চিকিৎসা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হবে কি না, সে বিষয়ে চিকিৎসকরা নিশ্চিত নন। তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার যথাযথ চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো জরুরি বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।আমি স্পষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলতে চাই, তারা আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অবিলম্বে মুক্তি দিক এবং বিদেশে তার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করুক। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া আবার অসুস্থ হয়ে পড়ায়, তার চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে গত বুধবার রাতে তাকে রাজধানী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল বোর্ডের অধীনে তিনি চিকিৎসা নিচ্ছেন। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানান, খালেদা জিয়ার লিভারের সমস্যা বেড়েছে এবং তিনি জ্বরে ভুগছেন।

টুকরো খবর

আদিবাসী একতা পরিষদের ডাকে ইসলামপুর মহকুমা সড়ক অবরোধ

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদের ডাকে ইসলামপুর মহকুমা আদিবাসীর জমি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ইসলামপুর বাইপাসের জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, বিক্ষোভকারীরা জানান সারা দেশের সাথে তারা আজকে ইসলামপুরে দেশের অবরোধ করেছেন।

হবিবপুর ব্লকের আইহো স্ট্যান্ড রাস্তায় আটকে বন্ধ সফল করতে রাস্তায় নেমেছে, রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদ

মালদা ঃ রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদ ডাকে সোমবার ৭ আগস্ট ভারত বন্ধ। আদিবাসীদের উপর অন্যায় অত্যাচার এবং তাদের বিরুদ্ধে সংসদের আইন প্রণয়নের প্রতিবাদে আজ ভারত বন্ধের ডাক দিয়েছে রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদ। তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আজ ভারত বন্ধ। রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদের ডাকে জেলায় বিভিন্ন ব্লকে চলছে বন্ধ। সে পরিপ্রেক্ষিতে হবিবপুর ব্লকের আইহো স্ট্যান্ডে এদিন সকাল থেকে রাস্তায় আটকে বন্ধ সফল করতে রাস্তায় নেমেছে, রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদ।

মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি চা বাগানে এক ঘণ্টার গেট মিটিং

আলিপুরদুয়ার ঃ মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি চা বাগানে সোমবার সকালে একঘণ্টা গেট মিটিং করল । সোমবার সকালে তৃণমূলের চা বাগান সংগঠন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উত্তরের সবকটি চা বলয় পাশাপাশি কালচিনি ব্লকের প্রতিটি চা বাগানে গেট মিটিং আয়োজিত হয় । চা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৮ টাকা বৃদ্ধি হয়েছে এবং ১ লা জুন থেকে এই বৃদ্ধি লাঘু হয়েছে । রাজ্য শ্রমদফতর পূর্বেই এই ১৮ টাকা বৃদ্ধি ঘোষণা করে কিন্তু কিছু মালিকসংগঠন হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ।হাইকোর্ট থেকে সম্প্রতি রায় দেয় যে ১৮ টাকা বৃদ্ধি হবে ।

আবার তুমি জাগো স্বামীজী

সুনীল কুমার দে

আবার তুমি জাগো স্বামীজী ভারত চেতনা জাগাতে,
জাগো হে ভারতের মহান আত্মা মানুষের ঘুম ভাঙাতে।
আমরা আজ বহুদূর চলে এসেছি
সভ্যতার থুক পালিশ জুতো পরে,
একবিংশ শতাব্দীর কাঁটা পথে চলতে গিয়ে
ভুলে গেছি পথ,
মিথ্যা চিৎকার করি আধুনিক বলে।
যত্র জীব তত্র শিব
তোমার বাণী পুঁথির পাতাতেই রয়ে গেছে শুধু।
হিংসা,ঘৃণা ও সংকীর্ণতার পূজারী হয়ে
মানবতার মাথা কাটছি দিনরাত।
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ভুলে,
মাথা খুঁড়ে রক্ত ঝরাই
দেবালয়ে শুধু।
কেউ বলিনা আজ,,
ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ,বলি না
মূর্খ ভারতবাসী,দরিদ্র ভারত বাসী,চণ্ডাল ভারতবাসী,ব্রাহ্মণ ভারতবাসী আমার রক্ত,আমার ভাই।
মায়ের সোনার বরণ দেহ টাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাগ করে খেতে চাই।
তাই,,ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ,,
উচ্চারিত হউক তোমার অমর বাণী কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী।
জাগো হে ভারত আত্মা,
বিবেকের চাবুক হাতে নিয়ে,
সুস্থ মানসিকতা কে জাগাতে,
মানবতা কে বাঁচাতে,
সুন্দর ভারত গড়তে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
বাংলা দৈনিক
রাঁচি
সোমবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
14:08:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

সাজানো ভিডিও দিয়ে ভারতে যেভাবে ধর্মীয় ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে

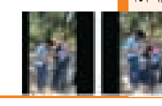

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ভারতে লাখ লাখ মানুষ দেখেছে এবং শেয়ার করেছে এমন একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে এক ব্যক্তি কালো বোরকা পরিহিত একজনকে আক্রমণ করছে। বোরকা পরিহিত ব্যক্তির হাতে ধরা একটি শিশু। আক্রমণকারী জোরপূর্বক ওই লোকটির বোরকা খুলে ফেললে তার পরিচয় জানা যায়। এই ভিডিওটির সাথে যুক্ত করে দেওয়া হিন্দি এক বার্তায় লোকজনকে বোরকা পরিহিত অপরাধীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কারণ অপরাধীরা এটি ব্যবহার করে নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে রাখে এবং শিশুদের অপহরণ করে। সারা বিশ্বেই অনেক মুসলিম নারী এই পোশাকটি পরেন। এবছরের শুরুর দিকে এই ভিডিওটি ইউটিউবে পোস্ট করা হয় এবং ডিলিট করার আগ পর্যন্ত এটি প্রায় দুই কোটি ৯০ লাখ বার দেখা হয়েছে। ভিডিওটিতে যা দেখানো হচ্ছে তা প্রকৃত কোনো ঘটনা নয়। এটা একটা নাটক এবং অপেশাদার অভিনেতারা এটি তৈরি করেছে। এধরনের সাজানো ভিডিও, যা মূলত বিনোদনের জন্যে তৈরি, সেগুলো ভারতের সোশাল মিডিয়াতে সত্য ঘটনা হিসেবে তুলে ধরে শেয়ার করা হচ্ছে এবং এই প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে।

ইসরাইল কিছুতেই পরমাণু প্রযুক্তি দেবে না সৌদি আরবকে!

ইসরাইল (এজেন্সী) ঃ সৌদি আরবকে কিছুতেই পরমাণু প্রযুক্তি দেয়া যাবে না। কারণ, তা ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য হুমকিতে পরিণত হবে। এমনটাই মনে করছেন ইসরাইলের বিরোধী দলের সদস্যরা। বলা হচ্ছে, ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সৌদি আরব পরমাণু শক্তির দাবি তুলেছে। কিন্তু ইসরাইলের বিরোধী দলীয় নেতা ইয়াইর লাপিদ এবং লিকুদ কর্মকর্তারা এটা ইসরাইলের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর কিনা তা নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের খবরে বলা হয়েছে, সম্ভাব্য চুক্তিতে বলা হচ্ছে যে সৌদি আরবকে বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচি বিকাশ এবং গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র। এর বিনিময়ে রিয়াদ চীনের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবে। আর ইসরাইল একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কিন্তু লাপিদ এর বিরোধিতা করে বলেন, 'ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে সৌদি আরবের সাথে যেকোনো ধরনের চুক্তির বিরোধিতা করি আমি। চুক্তিটি ইসরাইলের এবং এই অঞ্চলের নিরাপত্তাকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে। সৌদি আরবকে যেকোনো পর্যায়ের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ দেয়া নিষিদ্ধ।'

তিনি এই বক্তব্য রাখার আগে ইসরাইলি নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। তারা বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচির ব্যাপারে সৌদি দাবিতে দৃশ্যত অস্বস্তি প্রকাশ করেন।

তিনি ইসরাইলি চ্যানেল ১২-এ বলেন, 'বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচির ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচি রয়েছে। কিন্তু তাদের মাটিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের ব্যবস্থা নেই।'

তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'এখন টেবিলে এটিই আছে। ইসরাইলের নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত হওয়া আশঙ্কা থাকার কারণে সৌদি আরবের কাছে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ দিতে ইসরাইল রাজি হতে পারে না।' সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ইয়াল হুলাতা বলেছৈন, স্থানীয় সমৃদ্ধকরণসহ মধ্যপ্রাচ্যে বেসামরিক পরমাণু প্রকল্পের প্রতি ইসরাইল সমর্থন দিতে পারে না।

হাওয়াইয়ের দাবানলে নিহতের সংখ্যা ৯৩তে উঠেছে

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ের মাউই দ্বীপে ভয়াবহ দাবানলে মৃতের নিশ্চিত সংখ্যা এখন ৯৩ বলে কর্মকর্তারা বলছেন। তবে এখনো শত শত লোক নিখোঁজ রয়েছে এবং হাওয়াইয়ের গভর্নর জস গ্রীন বলেছেন, মৃতের সংখ্যা আরো অনেক বাড়তে পারে।

তিনি জানান, আরো বহু নিহতের মৃতদেহ শনাক্ত করার অপেক্ষায় আছে।

দাবানলে মাউইয়ের ঐতিহাসিক শহর লাহাইনার এক বড় অংশই পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

এ শহরটিসহ বেশ কিছু এলাকায় এখন আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে বলে অগ্নিনির্বাপন কর্মীরা জানাচ্ছেন।

লাহাইনা থেকে সরিয়ে নেয়া বাসিন্দারা বলেছেন, তাদের কারো কারো বাড়িতে লুটপাট হয়েছে, তবে পুলিশ এ খবর নিশ্চিত করেনি।

মাউই দ্বীপের পশ্চিমাংশে অনুসন্ধানী দলগুলো এখনো দাবানলের শিকারদের খুঁজছে। ফেডারেল কর্মকর্তা জেরেমি গ্রীনউড বলেছেন, প্রায় ১,০০০ লোকের সাথে এখনো যোগাযোগ করা যাচ্ছে না, তবে এমন হতে পারে যে তাদের কেউ কেউ নিরাপদেই রয়েছে।

কোস্ট গার্ড বলেছে শহরের পোতাশ্রয় এলাকায় পানি থেকে তারা ১৭ জন লোককে জীবিত উদ্ধার করেছে - যারা আগুন থেকে বাঁচতে সাগরের জলেতে লাফিয়ে পড়েছিল।

বেঁচে যাওয়া ও বাস্তুচ্যুত লোকদের জন্য ছয়টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কর্মকর্তারা বলছেন, পর্যটকদের হোটেল ও ভাড়া বাড়িতে দুর্গত লোকদের রাখার জন্য তারা একটি পরিকল্পনা করছেন।

হাওযাইয়ে এই দ্বীপটিতে আমেরিকার অনেক ধনী ব্যক্তি বাস করেন যার মধ্যে অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসও আছেন। তিনি ও তার সঙ্গিনী লরেন সানচেজ ইতোমধ্যে দাবানলের শিকারদের জন্য ১০ কোটি ডলার দেবার কথা ঘোষণা করেছেন।

গত মঙ্গলবার এই দাবানলের সূত্রপাত হয়েছিলো এবং পরে হারিকেন ডোরার প্রভাবে তৈরি হওয়া প্রচণ্ড বাতাসের কারণে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর কর্তৃপক্ষ প্রায় ১৪ হাজার পর্যটককে সেখান থেকে সরিয়ে নেয়। তবে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় এখনো অনেক মানুষের সন্ধান পায়নি কর্তৃপক্ষ।

মাউই দ্বীপের কর্তৃপক্ষ বলেছেন, এই দাবানলে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে অনেক বছর এবং শত শত কোটি ডলার লাগবে। গভর্নর গ্রীন বলেছেন, এটিই সম্ভবত হাওয়াই রাজ্যের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়। মি. গ্রিনের প্রকাশ করা একটি ভিডিওতে আগুনে পুড়ে যাওয়া বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। সেখানে তিনি বলেছেন যে অন্তত এক হাজার বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে।

এদিকে মাউই এর বনবিভাগ জানিয়েছে মঙ্গলবার থেকে বনাঞ্চলের একাধিক জায়গায় দাবানলে শত শত একর বনভূমি পুড়ে গেছে।

২৬ বছর পর প্রকাশ্যে ডায়নার ৬ ঘণ্টার টেপ!

লন্ডন (এজেন্সী) ঃ ১৯৯৭ সালে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেলেও আরো বাকিংহাম প্যালেসে তার অনিবার্য 'ছায়া' উপস্থিতি। তিনি লেডি ডায়না। চার্লসের সাবেক ও পরলোকগত স্ত্রী। নতুন করে ফের শিরোনামে তিনি। ব্রিটিশ রাজপরিবার সংক্রান্ত গবেষক সাংবাদিক কিন্সলে স্কফিল্ডের দাবি, ডায়নার সাক্ষাৎকারের একটি ছয় ঘণ্টার অতিরিক্ত টেপ পাওয়া গেছে। স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা তুঙ্গে, তাতে কি এমন কিছু রয়েছে যা বাকিংহাম প্যালেসের কোনো গোপন রহস্যকে তুলে ধরবে?

আজ থেকে প্রায় ২৬ বছর আগে ১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট মারা যান ডায়না। কিন্তু এত বছরেও তার উপর থেকে রহস্যের কুয়াশা সরেনি। এই পরিস্থিতিতে নয়া টেপ ঘিরে শোরগোল। আত্মজীবনীকার অ্যান্ড্রু মর্টনকে একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন ডায়না। ওই সাক্ষাৎকারেরই নতুন ছয় ঘণ্টার টেপ পাওয়া গিয়েছে। কী রয়েছে ওই টেপে? স্কফিল্ডের দাবি, 'পরিবারের সাথে ডায়নার সম্পর্কে অনেক কিছু রয়েছে ওই টেপে।' উল্লেখ্য, পাপারাৎজিদের হাত থেকে বাঁচতে দ্রুতবেগে গাড়ি চলার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্যারিসের একটি টানেলেই দুর্ঘটনার শিকার হন প্রিন্সেস ডায়ানা। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তার দেহরক্ষী ও চালক। শোনা যায়, ডায়নার খুব ক্ষোভ ছিল ছিল অভিজাত বংশটির প্রতি। অনেক কথাই প্রকাশ্যে বলে দিতে চাইতেন তিনি। এখন জল্পনা, তেমন কিছু রয়ে গিয়েছে ছয় ঘণ্টার ওই টেপে? আপাতত ওই উত্তরই জানতে মুখিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল।

পণ্য আমদানি থেকে বিক্রি - কীভাবে সব নিয়ন্ত্রণ করছে সিন্ডিকেট

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কয়েকজন ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের আমদানিকারকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশের জন্য জরুরি নিত্যপণ্যের আমদানি এখন প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করছে হাতেগোনা কয়েকটি গোষ্ঠী। তবে বাজারের নিয়ম অনুযায়ী পণ্য আমদানি ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার বদলে তারা একে অন্যের সহযোগী হিসেবে আবির্ভূত হয়ে পণ্য আমদানির প্রতিটি পর্যায়ে তাদের কর্তৃত্ব তৈরি করেছে। এর ফলে বাজারের ওপর একক 'কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা' হয়েছে তাদের, যার জের ধরে আর্থিক ক্ষতির শিকার হচ্ছে ভোক্তারা। আবার ডলারের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণে বিপদে পড়েছেন ছোট আমদানিকারকদের অনেকে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের এসব আমদানিকারকদের অনেকেই এখন ডলার সংকট আর কথিত সিন্ডিকেট চক্রের সম্মিলিত 'আগ্রাসনে' টিকতে না পেরে সরে দাঁড়াচ্ছেন দীর্ঘদিনের আমদানি বাণিজ্য থেকে । আবার সরে গিয়েও এসব বিষয়ে তারা মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন, যদি একারণে তাদের অন্য ব্যবসাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এখানে বড়রা সব একজোট। আমরা ছোটোরা এমনকি এই বড়দের কাছ থেকেও আমরা নিজেদের ইচ্ছে মতো পণ্য নিতে পারি না। বরং তারাই আমাদের ঠিক করে দেয় কোন পণ্য আমরা কার কাছ থেকে কত দরে কিনবো। এভাবেই কয়েকজন মিলে সব করায়ত্ত করেছে, - বলছিলেন চট্টগ্রামের একজন ব্যবসায়ী। ঢাকায় গবেষক ও অর্থনীতিবিদ ডঃ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমও বলছেন গত কয়েক বছর ধরেই আমদানির ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং কয়েকটি জরুরি পণ্যের মার্কেট শেয়ার এখন কয়েকটি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে। আমদানি থেকে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত নিজেদের বলয় তৈরি করে নিজেদের শর্তে বাজারে পণ্য দিচ্ছে তারা। তাদের কথা মতো না হলে অন্যরা ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। বাজারে প্রতারণা বা ম্যানিপুলেশন বন্ধ করে ভোক্তাদের জন্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রতিযোগিতা কমিশন বলছে এ চিত্র তাদেরও জানা। তবে কারা কীভাবে এসব করছে - এর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সমীক্ষা করছে এই সংস্থাগুলো। এছাড়া আমরা কয়েকটি স্যুয়োমটো মামলাও করেছি কথিত বড় কয়েকটি গোষ্ঠীর কার্যক্রমের বিষয়ে। এগুলো শুনানি পর্যায়ে আছে, - বলছিলেন প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত, গত জুনেই বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের প্রসঙ্গে মন্তব্য করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। তবে তাতে হঠাৎ করে ক্রাইসিসটা তৈরি হবে।